প্রেমের প্রেমারা

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম-অভিনয়-রজনী, বৃহস্পতিবার, ৯ই পৌষ, ১৩২৬

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দাম ছয় আনা

প্রেমাধার বন্ধু

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

করকমলেষু

পাত্র

আজীম খাঁ	...	...	ধনাঢ্য নাগরিক
আস্‌গর	...	...	ঐ কর্ম্মচারী ও আত্মীয়
মাজুদ্দীন	...	...	ঐ কর্ম্মচারী
ছুন্নু	...	...	ঐ আশ্রিত তরুণ যুবক (মম্‌তাজের প্রিয়পাত্র)
আলিবক্স	...	...	উদ্যান-পালক

যুবকগণ, সহচরগণ

পাত্রী

মম্‌তাজ	...	...	আজীম খাঁর স্ত্রী
নন্নী	...	...	ঐ আশ্রিতা ও প্রিয়পাত্রী
মুন্নী	...	...	আলিবক্সের কন্যা

সখীগণ, সহচরীগণ

ভ্রম-সংশোধন :—২৬ পৃষ্ঠার গীতারম্ভে নন্নীর বদলে ছুন্নুর নাম বসিবে।

প্রস্তাবনা

গান

ভালোবাসা দুটি কথা,—ভালোবাসা—ভালোবাসা !
কাঁটা আছে, ফুল আছে, আছে তায় কাঁদা-হাসা !

কত জ্বালা, হেলা-ফেলা, অপমান, অভিমান,—
ভালোবেসে কত ব্যথা, তবু প্রাণ গাহে গান,
নিরাশায় জাগে আশা, বোবা মুখে ফোটে ভাষা !
ভালোবাসা দুটি কথা,—ভালোবাসা—ভালোবাসা !

গভীর বিরহ-নদী
দুই তীরে চখাচখি,
রজনী আঁধারা অতি
তবু তারা সখা-সখী,

যে কাঁদে জীবন-পথে 'কোথা আলো, কোথা আলো ?'
প্রেম বলে হাতে ধ'রে, 'হে পথিক, বাসো ভালো !
কাঁদিতে আসি-নে মোরা, হাসিতে জগতে আসা !'
ভালোবাসা দুটি কথা,—ভালোবাসা—ভালোবাসা !

প্রেমের প্রেমারা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আজীম খাঁর বাড়ী। নন্নীর ঘর।
নন্নী খাটের উপর বসিয়া আছে]

গান

অন্তর-মাঝে এস প্রিয়তম !
প্রণয়-বরণ করিব হে !
তোমার পরাণে সঁপিয়া পরাণ
তোমার চরণ ধরিব হে !
কতদিন আর মরিয়া মরমে, আপনায় ঢাকি রাখিব সরমে
এস তুমি মোর সকল করমে
মানস আমার ভরিব হে !
হের অশ্রু-বাদল ঝর-ঝর-ঝর
জীবনে কোকিল ডাকিলনা,
মোর চিত্ত-কমল মর'-মর'-মর'
প্রেমের জোছনা লাগিলনা।

এস তুমি এস চাঁদের মতন, এস গো আলোকি' হৃদয়-গগন,
এস সাথে নিয়ে নব-জাগরণ,
বিরহ-সায়র তরিব হে !

(হাসিতে হাসিতে আস্‌গরের প্রবেশ)

আস্। নন্নী, নন্নী, কাল আমাদের বিয়ে !

ন। (মৃদুস্বরে) হুঁ—

আ। অত আস্তে হুঁ বোলোনা নন্নী, অত আস্তে হুঁ বোলোনা ! জোরে বল হুঁ, তবেই ত প্রাণটা ভরে উঠবে ! এ হচ্ছে—ওর-নাম-কি—বিয়ে, বিয়ে ! একি একটা বড় সোজা ব্যাপার ?

ন। তা সোজা বলতে হবে বৈকি !

আ। সোজা ! বিয়েটাকে তুমি সোজা মনে কর ?

ন। খুব সোজা গো খুব সোজা। অন্তত প্রথমভাগ পড়ার চেয়ে ঢের-বেশী সোজা।

আ। প্রথমভাগ পড়ার চেয়েও সোজা ? কিন্তু বিয়ে করে যে-মেয়েমানুষটিকে ঘরে আনা যায়, তার মনটি যে দ্বিতীয়ভাগের যুক্তাক্ষরের চেয়েও ঢের-বেশী শক্ত, এ কথা আমি হলপ্ করে' বলতে পারি কিন্তু।

ন। ও-সব আমি জানি-টানি না—তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে, বিয়েটা চিরকালই সকলে করে' আস্‌ছে,—বিয়ে আমীরেও করে, ফকিরেও করে, আমাদের আজীম-সায়েবের মত প্রেমিক লোকেও করে, তোমার মত কাঠগোঁয়ারও করে। সবাই যা করতে পারে সেটা আবার শক্ত কথা কি ? তবে হ্যাঁ, বিয়ের

চেয়ে শক্ত কাজ যদি কিছু করতে পার, তবে বলি বটে তুমি যথার্থই বাহাদুর।

আ। যথা—

ন। যথা—এই, ধর যেমন, গলায় দড়ি। যদিও ওটা বিয়ের চেয়ে খুব-বেশী শক্ত নয়।

আ। গলায় দড়ি! নন্নী, তুমি বল কি?

ন। বলি ভালো।

আ। গলায় দড়ি-দেওয়ার সঙ্গে বিয়ে-করার তুলনা করলেই হোলো? ধর, বিয়ে-থা করে'ও লোকে আরো ঢের কাজ করতে পারে। কিন্তু একবার গলায় দড়ি দিলে পর মানুষ যে ভূত হয়ে ঘাড় ভাঙা ছাড়া আর-কিছু উল্লেখযোগ্য কার্য্য করতে পেরেছে, এ-পর্য্যন্ত কৈ তাতো শোনা যায়-নি! বিয়ে-করার সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়ার তুলনা? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নন্নী!

ন। উদ্বন্ধন আর উদ্বাহ-বন্ধনে বড় বেশী তফাৎ নেই আস্‌গর! উদ্বন্ধনে মানুষ দু-চারবার খাবি খেয়েই চিরকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু উদ্বাহ-বন্ধনে মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন ক্রমাগত খাবি আর খাবি খেতে থাকে। দৃষ্টান্ত দেখতে চাও যদি, তবে আমাদের আজীম-সায়েবের স্ত্রীকেই দেখ না! সায়েব আমাদের স্ত্রীলোক দেখলেই, ভালোবাসতে চান—কেবল, নিজের স্ত্রীটি ছাড়া।

আ। নন্নী, তোমার কথায় আমার রাগ হচ্ছে কিন্তু! তুমি কি বলতে চাও, আজীম-সায়েবের মত আমিও তোমাকে ফেলে অন্য মেয়ের পেছনে দৌড়বো?

ন। পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না।

আ। তার মানে, আমাকেও তুমি বিশ্বাস কর না?

ন। বুঝে নাও। আমি কিছু বল্‌তে চাই না।

আ। নাঃ, আমাকে তুমি ক্রমেই দমিয়ে দিচ্ছ নন্নী!

ন। (গম্ভীর ভাবে) শুনে দুঃখিত হলুম।

আ। আমি কিন্তু এত সহজে দমে-যাবার ছেলে নই।

ন। (গম্ভীর ভাবে) শুনে সুখী হলুম।

আ। তুমি আমাকে যতই বেশী দমাবার চেষ্টা কর্‌বে, ততই আমি বেশীরকম শক্ত হব।

গান

আ। আমায় তুমি দমিয়ে দেবে? উঁহু, আমি দম্‌ব না!
প্রেম-সালসা হচ্চে সেবন—ওজনেতে কম্‌ব না!
ন। জ্বালিয়ে খেলে, জ্বালিয়ে খেলে, জ্বালিয়ে খেলে গো!
ভোর না-হ'তেই মাম্‌দো ভূতে আমায় পেলে গো!
আ। তোমার প্রাণের চেয়ার ছেড়ে কোনমতেই নাম্‌ব না!
ন। দেখ, জোর ক'রে মন নিচ্চে কেড়ে আমায় ঠকিয়ে,
আহা, মূর্ত্তি দেখে কোলের ছেলে ওঠে ককিয়ে!
আ। ঢাল্‌ছ বটে ঠাণ্ডা পানি, কিন্তু আমি জম্‌ব না!

ন। আপাতত অনুগ্রহ করে' বিদেয় হও দেখি প্রিয়তম, আমার হাতে এখন অনেক কাজ।

আ। তা যাচ্ছি। (নন্নীর মুখের দিকে অনুরাগ-পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

ন। ওকি—যাচ্ছি বলে, আবার আমার মুখের দিকে হাঁদা-

রামের মত তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার মুখ কি তোমার আর্‌সি?

আ। যেতে প্রাণ কাঁদে ভাই, যেতে প্রাণ কাঁদে।

ন। তবে প্রাণকে তোমার বারণ করে' দাও, সে কান্না-টান্না এখনি সব থামিয়ে-থুমিয়ে ফেলুক্! সকালবেলায় কান্নাকাটি বড় ভালো লক্ষণ নয়।

আ। নন্নী, বিয়ে হ'লে তোমার ঐ শ্রী-মুখের কথা বন্ধ কর্‌বার জন্যে, তালা-চাবি কেনার বিলক্ষণ দরকার হবে!

ন। নাঃ, মেজাজ চটিয়ে দিলে দেখছি! যাবে কি যাবে না বল?

আ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) নেহাতই না তাড়িয়ে ছাড়্‌বে না তাহলে? ত-বে যা-ই। (যাইতে যাইতে বারংবার ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল) নন্নী, নন্নী, কাল আমাদের বিয়ে নন্নী, কাল আমাদের বিয়ে! (অনিচ্ছার সহিত প্রস্থান)

ন। হ্যাঁ বাপু, বিয়েটা হয়ে গেলে আমিও হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি। যে হতচ্ছাড়া বাড়ীতে আছি, চাকর-বাকরগুলো থেকে সুরু করে' খোদ মনিবটি পর্য্যন্ত, সবাই যেন দিন-রাত খালি খাই-খাই কর্‌চে—এত খেয়েও মুখপোড়াদের রাক্কুসে পেট যেন আর ভর্‌তেই চায় না! (আপন মনে ঘরের এটা-ওটা-সেটা গুছাইতে লাগিল) মেয়েমানুষ যেন পরের বাগানের ফোটা ফুল, যার খুসি সেই এসে, মালিকে লুকিয়ে চুরি করে' নিয়ে যাবে! হতভাগারা কিন্তু এটা বোধ হয় ভাবে না যে, সব ফুলই নিষ্কণ্টক নয়—হাত দিতে গেলে প্যাট্ করে' হাতে কাঁটা ফুটে যাবে! যাই, গিন্নির আবার অনেক কাজ বাকি! (যাইতে যাইতে দরজার কাছে

গিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া) এই মরেচে, সামনেই আবার এক আপদ! ঐ এক পাজীর পা-ঝাড়া, দাঁত বের করে' হাস্‌তে হাস্‌তে আসচেন দেখনা! মরে যাই! পোড়ারমুখো ছুন্নু, আমাকে একলা পেলেই জ্বালিয়ে খায়—ছোঁড়া যেন যমের অরুচি। গিন্নির কাছে আস্কারা পেয়ে-পেয়ে ছোঁড়ার আস্পর্দ্ধা দিনকে-দিন বেড়েই চলেচে।

(ছুন্নুর প্রবেশ)

কিগো বাচ্ছা-নবাব, এখানে কি মনে করে'?

ছু। আমাকে দেখেই, নন্নীর মুখ অমনি হাঁড়িপানা হ'ল কেন গো!

ন। মরণ! কথার ছিরি দেখ না!

ছু। সকাল-বেলায় মর্ বলে গালাগাল দিলে নন্নী! আমি আর এখানে ক-দিন ভাই, আজ বাদে কাল বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। আদর না কর না-কর্‌বে, যাবার সময় অন্তত গালাগালটা আর দিও না!

ন। এ আবার কি কথা! বিদেয় হচ্চিস্ কি বল্?

ছু। আর ভাই, বল কেন? কর্ত্তার হুকুম।

ন। কর্ত্তার হুকুম! বিবি-সায়েব তোকে ছাড়্‌বেন কেন?

ছু। তিনি কি ছাই এ-সব কিছু জানেন?

ন। জানেন না ত, জানাতে কতক্ষণ? যা না তাঁর কাছে।

ছু। তাঁকে জানাবার জন্যেই ত আস্‌ছিলুম তোমার কাছে।

ন। বিবি-সায়েবকে জানাবি ত আমার কাছে কেন?

ছু। কারণ, তুমি বৈ আমার গতি নেই। এখন আমার

হয়ে তুমি যদি গিন্নিকে তুটো কথা না বল, তাহলে কাল থেকে তোমার ও চাঁদমুখখানি আমি আর দেখ্‌তে পাব না।

ন। বিবি-সায়েবের কাছে আমার চেয়ে তোর কথাই ত বেশী খাট্‌বে! তুই হচ্চিস্ গিয়ে তাঁর বাপের বাড়ী লোক।

ছু। তুমি বুঝ্‌চ না নন্নী, এ-কথা তাঁর কাছে মুখ ফুটে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে।

ন। তোর মত দু-কাণ-কাটার মাথা কাটা যাবে! তুই হাসালি বাপু!

ছু। আরে ভাই, কথাটা কি জানো? তবে বলি শোনো। জানই ত, মুন্নীর সঙ্গে আমার ওম্‌নি একটু মাখামাখি আছে— এই তোমার সঙ্গে আস্‌গরের যেমন আর কি! আমি ওকে নিকে কর্‌তে চাই।

ন। হ্যাঁ, এও জানি যে, আমাদের কর্ত্তা তা চান না।

ছু। আরে, যত মুস্কিল ত ঐখানেই!

ন। কেন?

ছু। কর্ত্তা বোধ হয় ভাবেন যে, আমি তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্চি।

ন। মাইরি?

ছু। (হাসিয়া) এ কি আর তুমি জান না? জেনে-শুনে স্থাকা সাজো কেন? তাঁর কাছে তুমিও ত ফ্যাল্‌না নও!

ন। তাই যদি হবে, তবে আস্‌গরের সঙ্গে আমার বিয়েতে সায়েব ফোঁশ্ করে' ওঠেন-নি কেন?

ছু। ফোঁশ্ করে' ওঠেন-নি কি সাধে? বিবিসায়েবের ভয়ে।

ন। (স্বগত) ছোঁড়া বল্‌চে কিন্তু হক্‌ কথাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আচ্ছা, এখন আমার কথা রেখে নিজের কথাই বল্‌।

ছু। হয়েচে কি জানো? কালি আমি মুন্নীর পাশে বসে দু-চারটে টপ্পা শোনাচ্ছিলুম। এমন সময় হঠাৎ কর্ত্তা মার-মুখো হয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। আমাকে প্রায় খুন ক'রে ফেলেন আর কি! কিন্তু নিজেও ফাঁশী যাবার ভয়ে অনুগ্রহ করে' সেটা বোধ হয় আর কর্‌লেন না।

ন। তারপর?

ছু। তারপর যা বল্লুম তাই। আমাকে বেছে-বেছে গোটা-কতক খুব শক্ত রকমের গালাগাল দিয়ে বল্লেন, 'যাও, ভাগো হিঁয়াসে', আমি ত তখন ভাগ্‌তে পার্‌লেই বাঁচি—"বহুৎ আচ্ছা হুজুর" বলে চট্‌পট্‌ যেমন সরে পড়্‌তে যাব, কর্ত্তা অম্‌নি আমার এক ভীষণ গর্জ্জন করে বুঝিয়ে দিলেন, সুধু ওখান থেকে ভাগা নয়—আমাকে একেবারে এ বাড়ী থেকে ভেগে পড়্‌তে হবে।

ন। ও, গিন্নির কাছে মুন্নার কথা বল্‌তে তোর বুঝি লজ্জা কর্‌চে? আচ্ছা, আমিই না-হয় তোর হয়ে দুটো কথা বল্‌ব এখন।

ছু। নন্নী, তোমার কি দয়ার শরীর ভাই! এইজন্যেই ত আমি তোমাকে এতটা পছন্দ করি!

ন। বলিস কিরে? আমাকেও তুই পছন্দ করিস্‌? মুন্নীর চেয়েও?

ছু! মুন্নীর চেয়ে তোমাকে ঢের-বেশী পছন্দ করি নন্নী, ঢের-বেশী ভালোবাসি।

ন। (ব্যঙ্গের স্বরে) ছুন্নু রে, তোর ভালোবাসা কি গভীর ! মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই তুই ভালোবেসে ফেলিস্—না ?

ছু। যা বলেছ নন্নী, মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই আমি ভালোবেসে ফেলি। নৈলে আমি বাঁচি না যে! আবার, সাম্‌নে যখন স্ত্রী-জাতির কোন সরেস নমুনা পাই না, তখন আমি কি করি জানো ? গাছ, পাথর, আকাশ, বাতাস, ঘর-বাড়ী—সব্বাইকে ডেকে আমি ভালোবাসার কথা বলি।

ন। ছুন্নু, এতদিন তোকে সুধু প্রেমিক বলে জানতুম। আজ থেকে বুঝ্‌লুম, তুই একজন উঁচুদরের কবিও বটে !

ছু। নন্নী, তোমার মুখে প্রশংসা শুনে আহ্লাদে আমার গদগদ হয়ে গলে যেতে ইচ্ছে করচে। একটা গান গাই, শোনো।

গান

প্রেমের সায়রে আমি ডুব্‌লাম বুঝি একেবারে !
কে তুমি পাষাণী নারী, হাস্‌চ তবু দাঁড়িয়ে পারে !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নে' যায়,
ফিরিয়ে মোরে লোটায় ও-পায়,
তুমি হেলিয়ে গ্রীবা ভঙ্গিভরে দিচ্ছ ঠেলে স্রোতের ধারে।

[নেপথ্যে—'ছুন্নু ! ছুন্নু !']

ছু। (আঁৎকাইয়া উঠিয়া) ও বাবা, এ যে কর্ত্তার গলা ! ঐ যে, উনি এইদিকেই আস্‌চেন! কাল মুন্নীর কাছে গান গেয়েই মুষ্কিলে পড়েচি, আজ আবার তোমার কাছে গান গেয়ে আর-এক ফ্যাসাদে পড়লুম বুঝি।

[এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে ছুন্নু তাড়াতাড়ি খাটের তলায় গিয়া লুকাইল—সঙ্গে সঙ্গে আজীম খাঁ ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন]

আজী। এই যে, নন্নী!

ন। হুকুম করুন। (স্বগত) নাঃ, আজ সকালে দেখ্‌চি পাঁচ ভুতে মিলে আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে!

আজী। নন্নী, এ ঘরে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে তুমি? আমি সেই ছুন্নু-বেটার গলা পাচ্ছিলুম না? ওকি, তুমি অমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌চ কেন? আমাকে দেখে ভয় পেলে নাকি?

(নন্নীর হাতে ধরিলেন)

ন। হুজুর, একি কর্‌চেন!

আজী। চল, বাগানে খানিক বেড়িয়ে আসা যাক্‌।

ন। বলেন কি হুজুর! এই সকাল বেলায়, আপনার সঙ্গে, বাগানে? লোকে বল্‌বে কি?

আজী। দিনের বেলায় আমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে তোমার আপত্তি আছে বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ, বেশ,—তবে কথা পাকা হয়েই রইল, আজ রাত্রেই না-হয় তোমার সঙ্গে উদ্যান-ভ্রমণ করা যাবে, কি বল?

ন। (স্বগত) না, আচ্ছা-মুস্কিলে পড়া গেল যাহোক! (প্রকাশ্যে) প্রভু, রাত্রের কথা রাত্রেই হবে-অখন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

আজী। আচ্ছা, আচ্ছা, রাত্রের কথা রাত্রেই হবে-অখন—রাত্রেই হবে-অখন! কিন্তু এখন তোমায় যখন একলা পেয়েছি, তখন অম্‌নি-অম্‌নি ছেড়ে দিচ্চি না!, একটা বেশ ভালো. দেখে গান গাও দেখি! (খাটের উপরে পা ঝুলাইয়া বসিলেন)

ন। গান

একলা ঘরে এমন করে'
ভার হোলো যে দিন-চলা,
আমার চিত্ত-দোলা দোদুল দোলে
—দুলচে নতুন হিন্দোলা!
কুঞ্জ-কানন মুঞ্জরিয়া,
ভৃঙ্গ ওঠে গুঞ্জরিয়া,
আজ বসন্ত ডাকচে আমায়—
আজ যে আমার ফুল-তোলা!

মনের পথে কে চলে যায়,
কাঁপচে আমার বুকখানি—
ওগো পথিক, একটু দাঁড়াও,
ফেরাও তোমার মুখখানি।
সামনে দেখি শ্যামল ধরা,
হিরণ-কিরণ-বসন-পরা,
আজকে আমি কারে গো চাই—
আজ যে আমার প্রাণ ভোলা!

(নেপথ্যে:—'কৈ, খাঁ-সায়েবকে ত দেখতে পাচ্ছি না'!)

আজী। (খাটের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) হায় আল্লা, এ মাজুদ্দীনের গলা না? আরে মোলো, ওযে এইদিকেই আসচে! তাইত, তোমার সঙ্গে আমাকে একলা দেখে ফেল্লে সেটা যে ভারি নিন্দের কথা হবে, একেই ত আমার নামটা একটু খারাপ! তাইত, কোথায় এখন গা ঢাকা দি বল দেখি!

[আজীম খাঁ এদিকে-ওদিকে চাহিয়া শেষকালে খাটের তলায় ঢুকিলেন। ছুন্নু কোনগতিকে খাটের তলা হইতে বাহির হইয়া একলাফে বিছানার উপরে উঠিয়া পড়িল। বেগতিক দেখিয়া নন্নী তাকে ধাক্কা মারিয়া শুয়াইয়া তাহার উপরে চাদর চাপা দিল।]

(মাজুদ্দীনের প্রবেশ)

ন। (স্বগত) আমার যে ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করচে গা, এরা কি আমার ঘরখানাকে কোম্পানীর বাগান পেয়েচে যে; আজ সকাল থেকেই লোকের পর লোক এখানে বেড়াতে আস্‌চে!

মা। কি বিবি, ভাব্‌চ কি? আমাদের খাঁ-সায়েব কি এখানে আছেন?

ন। খাঁ-সায়েব? এখানে? আপনি আমাকে অত্যন্ত আশ্চর্য্য করে' দিলেন যে!

মা। অত সহজে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ো না সুন্দরী! খাঁ-সায়েবের সৌন্দর্য্য-লিপ্সা যে-রকম প্রবল, আর তোমার প্রতি—বুঝলে কিনা—তাঁর—ইয়ে—যে-রকম অসাধারণ, তাতে-করে' তাঁকে এখানে খুঁজে-পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

ন। আপনি আমাকে অপমান কর্‌চেন!

মা। রাগ কোরো না সুন্দরী, আমি তোমার কুখ্যাতি কর্‌চি না, সুধু আমাদের খাঁ-সায়েবের দুটো সুখ্যাতি কর্‌চি।

ন। আপনি যা বল্লেন সেটা কি আমাদের কর্ত্তাসায়েবের সুখ্যাতি হোলো?

মা। নিশ্চয়! তোমার ওপরে খাঁ-সাহেবের একটু—ইয়ে—আছে, আমি ত খালি এই কথা বলেচি বৈ ত নয়? তা কথাটা কি অখ্যাতির কথা? আমার মতে, প্রত্যেক পুরুষমানুষেরই উচিত, বুড়ী দেখ্‌লেই চটে-যাওয়া আর ছুঁড়ি দেখ্‌লেই খুসি হওয়া।

ন। আপনাদের এ-সব সয়তানী কথা শুন্‌লেও কাণে আঙুল দিতে হয়।

মা। সুন্দরী, আমার কথায় তুমি এত ঘন ঘন রাগ কর্‌চ কেন বল দেখি? আস্‌গরের বেলায় ত সাতটা খুণ মাপ কর।

ন। আস্‌গর আর আপনি! আস্‌গর আজ বাদে কাল আমার স্বামী হবে।

মা। আচ্ছা, বুঝ্‌লুম। কিন্তু কাল যখন আমি এ ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন দেখ্‌লুম ছুন্নু-ছোঁড়া গান গাইছে আর তুমি হেসে গড়িয়ে পড়্‌ছ।

আজী। (খাটের তলায়—স্বগত) কি! এখানেও ছুন্নুর গান হয় নাকি! দাঁড়াও, দেখ্‌ছি তাকে।

ছু! (খাটের উপরে—স্বগত) বাবা, আমার দফা রফা কর্‌লে দেখচি!

ন। মশাই, আপনি ছুন্নু-বেচারীর নামে মিথ্য বদ্‌নাম রটাবেন না। গান গেয়েচে বৈ ত নয়—তাতে দোষ কি?

মা। ছুন্নুর নামে আমি মিছে কথা বল্‌চি না। সে চ্যাংড়া ছোঁড়ার স্বভাবই ঐ। মেয়েমানুষ দেখ্‌লেই প্রেম করে।

ছু। (স্বগত) নাঃ, আমি দেখচি একজন স্বনামধন্য পুরুষ হয়ে পড়েচি, সব্বাই আমাকে বড্ড বেশীরকম চিনে ফেলেচে।

ন। আপনাদের মত ছুন্নুও ত পুরুষমানুষ—কাজেই সেও আপনাদেরই মত একই ছাঁচে গড়া হবে ত।

মা। তাবলে ছুন্নুর সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না—সে ছোঁড়া মহা বেইমান। লোকে কি বলে জানো ?

ন। কি বলে শুনি ?

মা। বলে, খাঁ-সায়েবের বিবির যে ছুন্নুর ওপর এতটা দরদ, তার ভেতরে কোনো গূঢ় কারণ আছে।

আজী। (স্বগত) অ্যাঁ—অ্যাঁ!

ছু। (স্বগত) ও বাবা, এ শালা আবার বলে কি ?

ন। চুপ, চুপ্! ছুন্নুকে বিবি-সায়েব পেটের ছেলের মতন দেখেন—অমন কথা মুখেও আন্‌বেন না।

মা। এ আমার কথা নয় নন্নী, পাঁচজনের কথা। সকলের মুখেই ঐ এককথা!

আজী। (চীৎকার করিয়া) অ্যাঁ, সকলের মুখেই ঐ এক কথা!

[মাজুদ্দীন চমকিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ধরা পড়িয়া গিয়াছেন বুঝিয়া আজীম খাটের তলা হইতে বাহিরে আসিলেন]

মা। কি সর্ব্বনাশ! খাঁ-সায়েব!

ছু (স্বগত) এখান থেকে এখন প্রাণটা বজায় রেখে কোন-গতিকে পলায়ন কর্‌তে পার্‌লেই বাঁচি যে!

আজী। কি বল্লে, সকলের মুখেই ঐ এককথা ?

মা। (অপ্রতিভ হইয়া) না—না—আমি লোকের কথা বল্‌ছিলুম, আমি লোকের কথা বল্‌ছিলুম! খাটের তলায় শুয়ে

আপনি সজাগ হয়ে বিশ্রাম কর্‌চেন জানলে, এমন কথা আমি কখনই মুখ দিয়ে বের কর্‌তুম না। এ কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না—লোকে কি না বলে!

আজী। লোকে আর যা খুসি বলুক্, কিন্তু এমন কথা ভবিষ্যতে আর যাতে বল্‌তে না-পারে, এখন সেই ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। বল কি, সকলের মুখেই ঐ এক কথা! মাজুদ্দীন! তুমি এখনি ছুন্নুকে চাবুক মার্‌তে মার্‌তে বাড়ী থেকে বিদায় করে' দিয়ে এস-গে!

ন। হুজুর, হুজুর, শোনা-কথায় বিশ্বাস কর্‌বেন না! ছুন্নু নির্দ্দোষ।

আজী। তোমরা জান না, ছুন্নুটা সয়তান। কাল বিকেলে তাকে আমি হাতে-নাতে মুন্নীর ঘরে ধরে ফেলেচি। আমার সাড় পেয়ে বেটা কিনা লুকিয়েছিল গিয়ে পর্দ্দার আড়ালে। কিন্তু আমার চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা ত অতটা সহজ নয়, আমি যেম্‌নি পর্দ্দা-খানা ধরে এম্‌নি-করে' এক টান্ মেরেচি, আর অম্‌নি—অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ! (কি-রকমে পর্দ্দা ধরিয়া টানিয়াছিলেন সেটা ভালো-করিয়া দেখাইবার জন্য, আজীম বিছানার চাদর ধরিয়া এক টান মারিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ছুন্নুও ভয়ে চ্যাঁচাইয়া বিছানা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে পলাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সতর্ক আজীম তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।)

ম। নন্নী-বিবি, আরও ক-জন লোক তোমার এ ঘরে বিশ্রাম করছে?

ছু। হুজুর, আমাকে খুন কর্‌বেন না—আমাকে খুন কর্‌বেন না, তাহলে আমি নিশ্চয়ই মরে যাব!

আজী। হ্যাঁ, খুন করলে তুই যে নিশ্চয়ই মরে যাবি, সে জ্ঞান অবশ্যই আমার আছে। আমি যখন ঘরে এসেছিলুম তুই তখন এ ঘরে ছিলি?

ছু। হ্যাঁ হুজুর, খাটের তলায়।

আজী। পাজী, মিথ্যেবাদী, খাটের তলায় না আমি ছিলুম?

মা। হ্যাঁ, খাটের তলায় শুয়ে হুজুর আমাদের বিশ্রাম করছিলেন, তোর মত সঙ্গী সেখানে থাকলে উনি কি তোকে দেখতে পেতেন না?

ছু। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপনি বিশ্রাম করবার জন্যে যেই খাটের তলায় গিয়ে সেঁধুলেন, আমিও অম্নি আপনার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে গিয়ে উঠলুম।

আজী। মাজুদ্দীন, তুমি এখন যাও। কিন্তু সাবধান, আজ যা দেখলে শুন্‌লে, খবর্দ্দার, কারুর কাছে প্রকাশ কোরো না।

(মাজুদ্দীনের প্রস্থান)

তাহলে ছুন্নু, আমি নন্নীকে যা বলেছিলুম তুই তার সব শুনেছিস্?

ছু। হুজুর, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম আপনার কথা যাতে না শুন্‌তে পাই—কিন্তু খোদা মানুষকে চোখ বোঁজবার ক্ষমতা যেমন দিয়েচেন, তেম্নি কাণ বোঁজবারও কোন-একটা ভালো উপায় বাৎলে দেন-নি,—।

আজী। কাজেই তুই আমার কথা সব শুনেছিস্?

ছু। ইচ্ছে করে' শুনি-নি হুজুর!

আজী। হুঁ। (চিন্তাস্তব্ধ হইয়া ঘরের ভিতরে পায়চালি করিতে লাগিলেন)

ন। হুজুর, ছুন্নুকে মাপ করুন।

আজী। মাপ! সকলের মুখেই ঐ এককথা—শুনেচ ত?

ছু। মিছে কথা হুজুর, যাকে বলে তাহা মিছে কথা! আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌চি।

(পায়ে হাত দিল)

আজী। (স্বগত) মাপও কর্‌ব না, সাজাও দেব না—এমন এক কাজ করা চাই, যাতে এই ছুন্নু-বেটাও জব্দ হয়, লোকের মুখও বন্ধ হয়। নন্নীর সঙ্গে বেটা আমার সব কথা শুনেচে যে,—ঐখানেই ত যত মুস্কিল!

ছু। (পা ধরিয়া) হুজুর, মাপ করুন।

আজী। হুঁ, সেই কথাই ভাব্‌চি।

ছু। আপনি নন্নীর সঙ্গে যে-সব কথা কইছিলেন, যা আমি শুন্‌তে না-চেয়েও শুনেচি, সে-সব বিল্‌কুল আমি ভুলে যাব। বিবি-সায়েব কি অন্য-কেউ কিছুতেই তা জান্‌তে পার্‌বেন না।

আজী। আচ্ছা, এ-যাত্রা তোকে মাপ কর্‌লুম। (ছুন্নু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল) এই যাস্‌-নে, শোন্। তোকে স্রধু মাপ করলুম না—আমার হোসেনপুরের জমিদারীতে তোকে একটা ভালো কাজও দিলুম। তুই জিনিষ-পত্তর্ সব গুছিয়ে ফেল্‌-গে যা, আজ দুপুরেই রওনা হবি।

ছু। আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার মন-কেমন করবে হুজুর!

আজী। ফের চালাকি! আমাকে না মুন্নীকে—কাকে ছেড়ে যেতে তোর মন-কেমন কর্‌বে? যা, বেরো এখান থেকে।

ছু। (স্বগত) আমার কিন্তু হরে-দরে সেই হাঁটু-জলই রয়ে

গেল। সায়েব মাপ কর্‌লেন বটে—কিন্তু কি ভীষণ মাপ! বাপ!

(প্রস্থান)

ন। (স্বগত) কর্ত্তাটি আমাদের শেয়ালের চেয়েও সেয়না। উনি সাপও মার্‌লেন, লাঠিও ভাঙলেন না।

আজী। (চলিয়া যাইতে-যাইতে) নন্নী! মনে থাকে যেন! আজ রাত্রে, বাগানে—বুঝেচ?

(প্রস্থান)

ন। হ্যাঁ, দাঁড়াও না, তোমার ঐ দাড়ির গোছায় যাতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারি, আজ রাত্রে সেই ব্যবস্থাই কর্‌ছি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান। সখীরা নাচ-গান করিতেছিল। মমতাজের প্রবেশ।

গান

কেন ভালোবাসা এ ধরাতলে,
প্রেম যে এখানে আঁখিজলে!
সকল সঁপিয়া যে বাসে ভালো,
তার মনের পিদিমে নিবিবে আলো,
সে মরিবে—মরিবে পলে পলে,
প্রেম যে এখানে আঁখিজলে!

কাঁদিছে চাতক মেঘের মাঝে,
কি দারুণ রাগিণী করুণ বাজে ;—

জাগো জাগো সখি, স্বপন ভোলো,
মিছে মায়ার বাঁধন খোলো গো খোলো,
নিঠুর দেবতা গেছে চলে।
প্রেম যে এখানে আঁখিজলে !

(সখীদের প্রস্থান্)

মম। (কি ভাবিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিলেন)

[নন্নীর প্রবেশ]

ন। কি ভেবে নিজের মনে এত হাস্‌চেন বিবিসায়েব ?

মম। তোর গল্প মনে করে' হাসি আস্‌চে নন্নী ! কি বল্‌লি, খাটের তলায় খাঁ-সায়েব আর খাটের ওপরে ছুন্ন ? দৃশ্যটা খুব জম্‌কালো হয়েছিল—কি বলিস্ ?

ন। আমার তখন পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁদিয়ে গিয়েছিল, ও-সব দেখবার সময় ছিল কি ? বিবিসায়েব, খাঁ-সায়েব আজ দল-বল নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন না ?

মম। হ্যাঁ, কোথাকার জমিদারী দেখতে যাবার কথা আছে আজ। কৈ নন্নী, আস্‌গর ত এখনো এল না ! সে না এলে ত চল্‌বে না ! খাঁ-সায়েবকে জব্দ কর্‌তে হবেই হবে। আসগর ষড়যন্ত্রটা কি-রকম পাকিয়ে তুলেছে, সেটা আমার আগে থেকে একবার শুনে রেখে দেওয়া দরকার।

ন। সময় হয়েচে, এই এল বলে।

(আস্‌গরের প্রবেশ)

মম। কি আস্‌গর, তোমার নন্নীর ওপরে আমাদের কর্ত্তার শুভদৃষ্টি পড়েচে যে! সে খবর রাখো?

আ। রাখি বিবিসায়েব, সব খবরই রাখি।

মম। শুনে কি তুমি খুব খুসি হয়েচ?

আ। অত্যন্ত। খাঁ-সায়েবের পছন্দের তারিফ করি।

মম। বল কি, খুসি হয়েচ?

আ। আজ্ঞে, খুসি হয়েচি না-বল্‌লে যে চাকরি যাবে!

মম। বুঝেচি, আর বল্‌তে হবে না। এখন তুমি কি কর্‌তে চাও?

আ। আমি দেখতে চাই, খাঁ-সায়েব যেমন আমার জিনিষে লোভ করেচেন, তেম্‌নি তাঁর মুখের জিনিষও আর কেউ খেতে চাইলে, তিনি খুসি হন কি ঘুসি তোলেন!

মম। তোমার কথার মানে?

আ। অতি স্পষ্ট। জানেন ত, খাঁ-সায়েব তাঁর জমিদারী দেখতে গেছেন? আমি তাঁকে একখানা উড়ো চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির মর্ম্ম এই যে, তিনি যেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন, অম্‌নি সেই ফাঁক্‌ পেয়ে, একজন পরমসুন্দর যুবাপুরুষ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেচে। পথে যেতে-যেতেই আমার চিঠি খাঁ-সায়েবের হাতে গিয়ে পড়্‌বে।

মম। (সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সে কি আসগর! আমার নামে এত-বড় মিথ্যে কলঙ্ক দিতে তুমি সাহস কর?

আ। (যোড়হাতে) মাপ করবেন বিবিসায়েব! কলঙ্ক মিথ্যে বলেই এতখানি সাহস করেচি। পত্র পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পথ

থেকে ফিরে বাড়ী এলেই খাঁ-সায়েব বুঝতে. পারবেন, তিনি অকারণে ভয় পেয়েছেন। এতে তিনি খালি জব্দ হবেন, অথচ আপনার গায়ে আঁচটুকুও লাগবে না।

মম। এতে আমাদের কর্ত্তার এমন কি আর বেশী শিক্ষা হবে ?

আ। এতে তিনি খানিকটা হয়রাণ হবেন ত! কিন্তু এই-টুকুতেই তিনি মুক্তি পাবেন না, আমার আরো-একটা মৎলোব আছে। আজ রাত্রে খাঁ-সায়েবের সঙ্গে বাগানে গিয়ে দেখা করবে, নন্নীর বদলে ছুন্নু।

ন। কিন্তু ছুন্নু তো সায়েবের হুকুমে দুপুর-বেলাতেই হোসেন-পুরে রওনা হয়েচে। আর আমার হয়ে ছুন্নু দেখা করবে কি রকম ?

আ। আহা, শোনই না! ছুন্নুর কাণে আমি পরামর্শ দিয়েচি, সে হোসেনপুরে যাবার নাম করে' বেরিয়ে, একপথ দিয়ে খানিক গিয়েই অন্য পথে লুকিয়ে ফিরে এসেচে। এখন নন্নী, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। ছুন্নুকে তোমার পোষাক পরিয়ে মেয়েমানুষ সাজাতে হবে। ছুন্নু মেয়ে সেজে বাগানে গিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করবে। এখন বুঝলে ?

মম। (হাসিয়া) বেশ মৎলোব খাটিয়েচ আস্‌গর! কিন্তু কর্ত্তা যদি টের পান ?

আ। ছুন্নু প্রথমটা ঘোমটা দিয়ে থাকবে। তারপর আমরা গিয়ে পড়ে তার ঘোমটা খুলে দেব। খাঁ-সায়েব তখন লজ্জায় পড়ে রাগও করতে পারবেন না, ছুন্নুকেও কিছু বলতে পারবেন না। নন্নী, তুমি ছুন্নুর জন্যে শীঘ্র তোমার একটা পোষাক আন-গে যাও! (নন্নীর প্রস্থান)

মম। (হাসিতে হাসিতে) কিন্তু ছুন্নুর সাহস ত খুব !

আ। সে কি আমার কথায় সহজে রাজি হতে চায় ! শেষটা আপনার নাম করে' যখন বললুম, এতে রাজি হলে সে মুন্নীকে নিকে করতে পারবে, তখন তবে তার মত্ হোলো। আমি এখনি গিয়ে ছুন্নুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বিবিসায়েব—আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। এতক্ষণে খাঁ-সায়েব হয়ত আমার উড়ো-চিঠি পড়ে, ঝড়ের মত ছুটে আসচেন !

(দুজনের দুদিকে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যানের অপর অংশ।

সখীগণ।

গান

ওরে দখিন হাওয়া, দখিন হাওয়া,
কোন্ গগনে ঘুমিয়েছিলি,
কেমন করে হঠাৎ এসে
সকল হৃদয় ভুলিয়ে দিলি !
বসন্তেরি গন্ধ নিয়ে,
আনন্দেরি ছন্দ নিয়ে,
বন্ধু তুমি আজকে এলে
দুলিয়ে বনের ঝিলিমিলি !

'নীল-সায়রে তারার কমল
অবাক হয়ে নয়ন খোলে,
চাঁদের আলোয় কানন-পথে
কে যায় বাঁশী বাজিয়ে চলে' !

কোন্ যাদুতে দখিন বাতাস,
এমন করে' ভুবন মাতাস্,
আগল ভেঙে মন যে পাগল
তোমায় ডাকি সবাই মিলি !

(সখীদের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বাটীর অপর অংশ। সাম্‌নে দরদালান। দালানের কোলে পাশাপাশি দুটি ঘর। দালানের ডানদিকে বারান্দার রেলিং এবং তাহার পিছনে বাগানের গাছপালা দেখা যাইতেছে।

দালানে একখানা চেয়ারের উপরে ছুন্নু স্ত্রী-বেশে বসিয়া। নন্নী একটু তফাতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, ছুন্নুকে কেমন মানাইয়াছে।

ন। সত্যি ছুন্নু, তোকে ভারি খাপ্‌সুরৎ দেখাচ্ছে !

ছু। সাবধান নন্নী, সাবধান ! শেষটা নকল মেয়ে দেখে নিজেকে পুরুষ মনে করে' আসল প্রেমে পড়ে যেও না যেন।

ন। কেন, তাতে তোর ভয়টা কি ?

ছু। ভয়?, হুঁ, কি যে বল তার মানে হয় না! আমার আবার ভয়টা কিসের? আমাকে তুমি যেমন ভাবেই নাও, তাইতেই আমি ষোলআনা রাজি—আমি যে বিকিয়ে যাব, সেইটুকুই আমার মস্ত লাভ!

ন।

গান

তোমার প্রেমের বাজারে

আমি বিকিয়ে যেতে চাই

সখি, বিকিয়ে যেতে চাই,

ভালোবাসো, নাই-বা বাসো

কিছুই ক্ষোভ নাই,

আমি বিকিয়ে যেতে চাই—

স্থধু বিকিয়ে যেতে চাই!

ন। ভাঁড়ার আমার ভরতি

যাত কিছুই কিন্‌ব না,

উদর যখন পূর্‌তি

তখন রাবিশ গিলব না!

ছু। ওরে, কে নিবি গো আমারে,

কার মনের মানুষ নাই—

ন। হিঃ হিঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ রে,

রূপের বালাই নিয়ে যাই!

ছু। আমি বিকিয়ে যেতে চাই,

সখি, বিকিয়ে যেতে চাই!

ন। থাম্ ছোঁড়া, থাম্, আর বাঁদর-নাচ নাচতে হবে না, ঢের হয়েচে! ওরে, থাম্, থাম্!

ছু। যতটুকু পারি ফুর্ত্তি করে’ নি ভাই, কে জানে পরে আর ফুরসৎ পাব কিনা! তোমরা ত বেশ নিজেদের কাজ গুছোবার জন্যে আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, সাক্ষাৎ যমের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু আমার দিকে ত একবার চেয়েও দেখচ না!

ন। বিবি-সায়েব তোর পক্ষে, তোর আবার ভয় কি?

(মমতাজের প্রবেশ)

মম। বাঃ, ছুন্নুকে ত দিব্যি মানিয়েচে!

ন। হ্যাঁ, এখন গোঁফজোড়া কামিয়ে আর দু-চার খানা গয়না দিলেই সব নিখুঁত হয়। দাঁড়া ছুন্নু, আমি আমার ঘর থেকে তোর জন্যে গয়না নিয়ে আস্‌ছি।

(ডানদিকের ঘরে ঢুকিল)

মম। ছুন্নু, তোর হাতে ও কিসের চিঠি রে?

ছু। হোসেনপুরের নায়েবের নামে খাঁ-সায়েব লিখেচেন ... আমাকে কি কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু আমাকে চটপট তাড়াবার জন্যে এত-বেশী তাড়াতাড়ি তিনি করেচেন যে, চিঠিতে শীলমোহর করতেও ভুলে গেছেন।

[নেপথ্যে – সিঁড়ির দরজায় সজোরে ঘন ঘন করাঘাত]

মম। কে?

[নেপথ্যে আজীম খাঁ-দরজা খোলো শীগ্‌গির!]

মম। (সভয়ে) সর্ব্বনাশ! এ যে কর্ত্তার গলা! নিশ্চয় আসগরের চিঠি পেয়েই পথ থেকে ছুটে আস্‌চেন!

ছু। (নির্ব্বাক ভয়ে সুধু ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)

[নেপথ্যে আজীম খাঁ।-(সক্রোধে) দরজা খোলো মমতাজ!]

মম।- তাই ত, কি হবে! কর্ত্তা ঘরে ঢুকে তোকে যদি এখানে দেখ্‌তে পান, তাহলে—

ছু। আপনারও সর্ব্বনাশ, আমারও সর্ব্বনাশ! সকালে আজ খাটের তলায় যে ব্যাপারটা হয়ে গেছে, তার পরেও কর্ত্তা-সায়েব আমাকে যদি আবার এ-বাড়ীতে ধর্‌তে পারেন, তাহলে কিছু বল্‌বার আগেই আমাকে তিনি টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌বেন।

[নেপথ্যে আজীম খাঁ—এখনো দরজা খুল্‌লে না ?]

মম। আমি বসে বসে একটু জিরুচ্চি গো, অত চ্যাঁচাচ্চো কেন ?

[নেপথ্যে আজীম খাঁ—চ্যাঁচাবার যথেষ্ট কারণ আছে তাই চ্যাঁচাচ্ছি। ঘরের ভেতরে আর কে আছে ?]

মম। কেউ নেই। আমি একলা।

[নেপথ্যে আজীম খাঁ।—তবে তুমি কথা কচ্ছিলে কার সঙ্গে ?]

মম। নিজের মনে নিজের সঙ্গেই কথা কচ্ছিলুম প্রভু! (স্বগত) আস্‌গরের অতি-বুদ্ধিই দেখ্‌চি শেষটা আমার কাল হোলো!

[নেপথ্যে আজীম খাঁ।—দরজা খুল্‌তে বল্‌চি, খুল্‌চ না কেন ?]

মম। ছুন্নু, আমার শোবার ঘরের ভেতরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে' থাক্‌-গে যা!

[ছুন্নু একছুটে বাঁ-দিকের ঘরে' ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মম্‌তাজ বাহিরে গিয়া সিঁড়ির দরজা খুলিয়া দিলেন]

[আজীম খাঁর সঙ্গে মমতাজের পুনঃপ্রবেশ]

আজী। মমতাজ, সত্যি করে' বল, কার সঙ্গে কথা কইছিলে ? (তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন)।

মম। নন্নীর সঙ্গে।

আজী। কোথায় নন্নী ?

মম। তার ঘরে।

আজী। তুমি অত ছট্‌ফট করছ কেন ?

মম। ছটফট করব না ? এতক্ষণ তোমারি কথা হচ্ছিল যে। হ্যাঁগা, তুমি নাকি আমার ওপরে সন্দেহ কর ?

আজী। কে বল্‌লে ?

মম। নন্নী। আমার নামে নাকি অখ্যাতি শুনে ছুন্নুকে তুমি এ বাড়ী থেকে বিদেয় করে' দিয়েছ ? এমন কথাও তুমি বিশ্বাস করলে ? ছিঃ !

আজী। তোমাকে বিশ্বাস করি—কিন্তু ছুন্নুকে করি না। সে বদমায়েস, সে সয়তান। সব করতে পারে সে।

[বাঁ-দিকের ঘরের ভিতরে একটা উচ্চ শব্দ হইল—
যেন কি পড়িয়া গেল। মমতাজ ও আজীম,
দুইজনেই চমকিয়া উঠিলেন]

আজী। তোমার ঘরে কিসের শব্দ ও ?

মম। শব্দ ? কৈ ? আমি শুনি-নি ত ?

আজী। তোমাকে যে আজ ভারি অন্যমনস্ক দেখচি !

মম। না গো না, তোমারি শোনবার ভুল।

আজী। (ঘাড় নাড়িয়া) উহুঁ, তোমার ঘরে নিশ্চয়ই কেউ আছে।

মম। কে আবার আছে ?

আজী। আমিও ঠিক ঐ কথাটিই জানতে চাই।

মম। বোধহয়, নন্নী।

আজী। এই যে একটু আগেই বললে, নন্নী তার নিজের ঘরে ?

মম। তার ঘর আর আমার ঘর, ও-দুইই এককথা।

আজী। না, ও-দুইই যে এককথা নয়, সেটা আমি তোমাকে বেশ-করে' বুঝিয়ে দিচ্ছি। (বাঁ-দিকের ঘরের দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া) নন্নী, নন্নী, তুমি কি ঘরের ভেতরে আছ ? বেরিয়ে এস !

মম। বেশ প্রভু, বেশ ! নন্নী কি কাপড় না পরেই তোমার সাম্‌নে বেরিয়ে আস্‌বে ? আমার ঘরে গিয়ে সে যে কাপড় ছাড়চে ! স্ত্রীলোক—তায় যুবতী, লজ্জায় ঘরের দরজা দিয়ে কাপড় পরচে, আর তুমি কিনা তাকে বেরিয়ে আস্‌তে বল্‌চ ! ছি-ছি, ঘেন্নায় মরি !

[ইতিমধ্যে নন্নী তার নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিল। খানিকক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া সে সকলের অলক্ষ্যে একটা থামের আড়ালে লুকাইল]

আজী। (খানিকক্ষণ দরজার কাছে অপেক্ষা করিয়া) মম্‌তাজ, নন্নী যে কাপড়খানা পর্‌চে, সেখানা কি হিঁদুদের দ্রৌপদীর সাড়ীর চেয়েও বড্ড-বেশী লম্বা ?

মম। কেন বল দেখি ?

আজী। তা-নইলে নন্নীর কাপড়-পরা এখনো শেষ হোলো না কেন ?

মম। তোমার সাড়া পেয়ে বোধ হয় সে লজ্জায় কাপড় পর্‌তে পারচে না!

আজী। হুঁ, নন্নীর কাপড়-পরাটা ভারি অসাধারণ দেখচি। আচ্ছা, সে বাইরে না আসুক, ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিতে তার ত আর লজ্জা কর্‌বে না? নন্নী, নন্নী, আমি ডাক্‌চি, সাড়া দাও,—নন্নী!

মম। আমি বল্‌চি, সাড়া দিও না নন্নী! আমি মানা করচি। দেখা যাক্‌ নন্নী কার কথা শোনে!

আজী। কেন, সাড়া দিলেও কি নন্নীর সতীত্ব যাবে?

মম। (কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া) না, না, না,—সে সাড়া দেবে না! আমার ওপরে সন্দেহ!

আজী। তাহলে তোমার এই নন্নী সাড়াও দেবে না, দরজাও খুল্‌বে না?

মম। না—কিছুতেই না!

আজী। আচ্ছা, তাহলে চাকরদের ডাকি, তারা এসে দরজা ভেঙে ফেলুক্‌।

মম। আর তোমাকে সঙের পুতুল ভেবে দাঁত বার করে হাসুক্‌।

আজী। বেশ, তাহলে আমি নিজে গিয়েই না-হয় কুড়ুল নিয়ে আস্‌চি।

মম। (স্বগত) আঃ, বাইরে একবার গেলে হয়—চুন্নুকে তাহলে এক্ষুনি সরিয়ে ফেলব! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ঠিক কথা! তুমি নিজেই গিয়ে কুড়ুল নিয়ে এস!

আজী। (ব্যঙ্গভরে) আমাকে তাড়াবার জন্যে ভারি

উৎসাহ যে ! কিন্তু প্রিয়তমে, যাবার সময়ে আমি সিঁড়ির দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়ে যাব ! তাহলেই আমার অসাক্ষাতে এ ঘর থেকে বেরিয়ে কেউ যে পালাবে, সে গুড়েও বালি !

মম। (হতাশ হইয়া) তুমি পাগল হয়েচ।

আজী। হয়ত হয়েছি। এমন অবস্থায় পড়্‌লে সব্বাই পাগল হয়।

মম। তোমার যা খুসি কর, আমি চল্লুম।

(রাগ দেখাইয়া প্রস্থান)

আজী। পালাবে কোথায় বিবি-সায়েব! আস্‌বার সময় আবার তোমাকে ধরে আন্‌ব।

(প্রস্থান)

[নন্নী থামের আড়াল ছাড়িয়া বাঁ-দিকের ঘরের দরজার কাছে গিয়া]

না। ছুন্নু, ছুন্নু, দরজা খোল্‌—শীগ্‌গির ! আমি নন্নী।

[দরজা খুলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুন্নু বাহিরে আসিল]

ছু। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) নন্নী, ব্যাপারটা যে হোসেনপুরে যাওয়ার চেয়েও ঢের বেশী শক্ত হয়ে উঠল ভাই !

ন। বিবি-সায়েবের কি হবে ছুন্নু !

ছু। আমি মলে আমার মুন্নীকে কে নিকে কর্‌বে নন্নী !

ন। আমারও বিয়ের দফা যে রফা হল ছুন্নু !

ছু। সবাই একসঙ্গে মলুম নন্নী !

ন। বক্‌বক্‌ করিস্‌-নে রে, এইবেলা প্রাণ নিয়ে পালা !

ছু। সিঁড়ির দরজা যে বন্ধ—পালাব কি-করে' ?

ন। আমাকে জিজ্ঞেস্‌ করিস্‌-নে বাপু, পালাবি ত পালা !

ছু। (বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া নীচের দিকে চাহিয়া) নীচে সব ফুলের গাছ! বেশ, আমি তবে এখান থেকেই লাফ মারি।

ন। না রে ছুন্নু, না! ঘাড় মট্‌কে মরে থাক্‌বি।

ছু। কর্ত্তার হাতে কুড়ুলের ঘা খেয়ে মরার চেয়ে, ঘাড় মট্‌কে মরা ঢের ভালো। কিন্তু মর্‌বার আগে তোমার ঐ রাঙা গালে নন্নী—একটি—একটি—সুধু—

ন। চোপ্ ছোঁড়া, মর্‌বার সময়েও ভির্‌কুটি?

ছু। পাষাণী নন্নী, আমার চরম কালের পরম আশাও পূর্ণ কর্‌লে না! (বারান্দা হইতে বাগানে লাফাইয়া পড়িল)

ন। (মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া) ছোঁড়া কি ডান্‌পিটে গো! এত উঁচু থেকে লাফ মার্‌লে, হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল না! আবার ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড় দিলে দেখ! বাবা ছেলে যাহোক! যাক্—অনেক কষ্টে ফাঁড়া ত উৎরে গেল! এখন আমাদের কুড়ুল-ধারী কর্ত্তাটি যতক্ষণ না আসেন, ঐ ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে বসে থাকা যাক্-গে! (বাঁ-দিকের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

[একহাতে কুড়ুল আর-একহাতে মমতাজের হাত ধরিয়া আজীমখাঁর পুনঃপ্রবেশ।]

আজী। এস প্রিয়তমে, ঘরে কে আছে সেটা তুমিও স্বচক্ষে দেখে যাও! (চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া) হ্যাঁ, যেমন দেখে গিয়েছিলুম, সব ঠিক তেমনিই আছে। এখনো বল বিবি, দরজা কি ভাঙ্‌ব, না তোমার লজ্জাশীলা নন্নী লজ্জা ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌বে?

মম। (হতাশভাবে—স্বগত) না, আর রাখাঢাকি মিছে! (প্রকাশ্যে) প্রভু, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর!

আজী। অত আদর করে' আর ডাক্‌তে হবে না, ঢের হয়েচে! যা বল্‌বে সোজাসুজি বলে ফেল।

মম। ও ঘরে—ও—ঘরে—

আজী। এক বেটা পুরুষমানুষ আছে, কেমন, এই বল্‌তে চাও ত?

মম। না, সুধু—সুধু—সুধু—

আজী। তুমি হঠাৎ তোৎলা হয়ে গেলে নাকি? সুধু —কি'?

মম। ও ঘরে সুধু একটি বালক আছে!

আজী। বালক! কে সে?

মম। ছুন্নু।

আজী। (চম্‌কাইয়া ও লাফাইয়া) ছুন্নু! সে কি! সে ত হোসেনপুরে গেছে! আমি যে নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে রওনা হতে দেখেচি!

মম। কিন্তু তুমি যখন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলে না, সে তখন আবার ফিরে এসেচে!

আজী। (গুম্ হইয়া) হুঁ। এতক্ষণে বুঝ্‌লুম। তাহলে উড়োচিঠি মিথ্যে নয়?

মম। ও কথা মুখেও এন না—শোনো, শোনো!

আজী। তোর মত পাপিষ্ঠার মুখ দেখ্‌তেও চাই না। হ্যাঁ রে, ছুন্নু না তোর ছেলের বয়সী? (উচ্চস্বরে) এই ছুন্নু! এই সয়তান! দর্‌জা খোল্!

মম। (আজীমখাঁর পা ধরিয়া) আহা সে ছেলেমানুষ—কিছু জানে না! তাকে ক্ষমা কর প্রভু!

আজী। কি! ছুন্নুর জন্যে ক্ষমা চাইতে লজ্জা করচে না তোর? (বাঁ-দিকের ঘরের সাম্‌নে বেগে ছুটিয়া গিয়া) পাজী, নচ্ছার, উল্লুক, বেইমান! বেরিয়ে আয় বল্‌চি! (মাথার উপরে কুড়ুল ঘুরাইতে-ঘুরাইতে) এবারে আর হোসেনপুরে নয়, একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দেব!

[দরজা খুলিয়া নন্নী বাহিরে আসিল।]

ন। আমার ত এখনো নিশ্চিন্তপুরে যাবার বয়স হয়-নি প্রভু!

আজী। (হতভম্ব হইয়া) নন্নী!

মম। (হতভম্ব হইয়া) নন্নী!

আজী। (মম্‌তাজের প্রতি) তুমিও যে অমনধারা মুখ করলে বড়? ও, বুঝেচি, ঘরের ভেতরে নন্নীও ছিল, ছুন্নুও আছে! (বেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ)

মম। (কপালে করাঘাত করিয়া) আমিও মলুম—ছুন্নুও মোলো! নন্নী, এ-সব তোর আস্‌গরের জন্যে!

ন। (মৃদুস্বরে) ভয় নেই বিবিসায়েব, ছুন্নু বারান্দা থেকে লাফ মেরেচে।

মম। লাফ মেরেচে!

ন। সে ভয়ও নেই, তার লাগে-নি। সে উঠে পালিয়েচে।

মম। আঃ, বাঁচ্‌লুম।

[বোকা বনিয়া মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে আজীমখাঁ ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন]

মম। 'আর কেন বীরপুরুষ, এখন কুড়ুলখানা দয়া করে' রাখ্‌বে কি ?

আজী। মম্‌তাজ, তুমি থিয়েটারে গেলে খুব ভালো অভিনেত্রী হতে পার্‌বে। আজ যে অভিনয়টা কর্‌লে, আমাকে একেবারে গাধা বানিয়ে ছেড়েচ।

মম। (অভিমানে মুখ ফিরাইয়া লইলেন)

আজী। আমি ঘাট মান্‌চি মম্‌তাজ! আর কখনো তোমায় সন্দেহ কর্‌ব না। প্রিয়তমে—(হাত ধরিলেন)

মম। যাও! (হাত ছাড়াইয়া লইলেন) যাকে ভালোবাসো তার কাছে যাও না!

আজী। তাইত এসেচি মম্‌তাজ। তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমার কাছেই এসেচি!

মম। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে কি পার্‌বার যো আছে গা? আচ্ছা যাও, এবার তোমায় মাপ করলুম, কিন্তু দেখো, ফের যেন এমন কেলেঙ্কারী কোরো না।

আজী। কিন্তু সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না প্রিয়তমে! ঘরে যখন নন্নী ছাড়া আর কেউ ছিল না, তখন তাকে যখন ডাক্‌লুম, সে বেরিয়ে এলনা কেন?

ন। (জিফ কাটিয়া) সে কি প্রভু, কাপড় না পরেই! আমি যে তখন কাপড় পর্‌ছিলুম!

আজী। কিন্তু তুমি সাড়াও দাওনি!

মম। আস্‌গর তোমাকে যে উড়ো-চিঠি লিখেছিল, তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে আমরা একটু মজা কর্‌ছিলুম গো!

আজী। কি! এ-সব তাহলে আস্‌গরের নষ্টামি?

[আস্‌গর ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া হঠাৎ আজীম খাঁকে দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল]

আ। (কোনরকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া) বিবিসায়েব, শুন্‌লুম, আপনার নাকি হঠাৎ কি অসুখ করেচে, তাই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌চি! কিন্তু এখন দেখচি আমি ভুল খবর পেয়েচি! যাহোক, আপনি যে ভালো আছেন, এজন্যে খোদাকে সহস্র ধন্যবাদ!

আজী। (ব্যঙ্গের স্বরে) ওঃ, আস্‌গরের মনটা দেখ্‌চি দয়ায় মায়ায় কাণায়-কাণায় ভরা। বিবিসায়েবের অসুখের খবর শুনেই, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' ছুটে এসেচ?

আ। বলেন কি, তা আর আস্‌ব না, এযে আমার কর্ত্তব্য!

আজী। কিন্তু আমি যখন বাড়ী ছিলুম না, তখন যে পরম-সুন্দর যুবাপুরুষটি আমার বিবির সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিল, তাকে তুমি ধর-নি কেন বাপু? সেও ত তোমার কর্ত্তব্য!

আ। আজ্ঞে, সেটা দরোয়ানের কর্ত্তব্য। আমি ত দরজায় পাহারা দিই না।

আজী। না, তা দাও না, তুমি এখন মস্তবড় লেখক হয়েচ কিনা, বসে বসে উড়ো-চিঠি রচনা করাই এখন তোমার কর্ত্তব্য!

আ। (বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) আজ্ঞে, পরমসুন্দর যুবাপুরুষ, উড়ো-চিঠি, মস্তবড় লেখক, এ-সব আপনি কি বল্‌চেন? কিছু মানে বোঝা যাচ্চে না ত!

আজী। হুঁ, তোমাকে বোঝাতে গেলে জল-বিছুটির দরকার!

আ। যদিও-বা কিছু বুঝতে পারতুম হুজুর, আপনার জল-

বিছুটি এসে কিন্তু সব গুলিয়ে দিলে! (স্বগত) তাইত, কর্ত্তা সব জেনেচেন দেখ্‌চি!

মম। আর মিছে লুকোচুরি কোরো না আস্‌গর, সায়েবকে আমরা সব কথা বলেচি।

আ। (ব্যঙ্গপূর্ণ আনন্দের ভাব দেখাইয়া) বলেচেন? বেশ করেচেন! স্বামীর কাছে কিছু গোপন রাখতে নেই! উচিত কার্য্যই করেচেন!

[নন্নী আসিয়া আস্‌গরের কাণে-কাণে চুপি চুপি সব বলিল]

আজী। আস্‌গর, শেষে কি আমিও তোমার ঠাট্টার পাত্র হলুম?

আ। আজ্ঞে, ও-কথা বল্‌লে আমার মনে ভারি দুঃখু হবে।

আজী। দেখ আস্‌গর, তোমার ঠাট্টাও আমি চোক-কাণ বুজে কোনরকমে সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভণ্ডামি একেবারে অসহ্য।

মম। প্রভু, যা হয়েচে তার আর উপায় নেই। এবার ওকে মাপ করুন।

আ। ঠিক কথা। এবার আমায় মাপ করুন।

[মাতাল আলিবক্সের প্রবেশ]

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! আপনি যদি এই বারান্দায় আজ্‌কেই পাঁচিল তোল্‌বার হুকুম না-দেন, তা-হলে কাল থেকে আমি আর গোলাপফুল দিতে পারব না।

আজী। এ আবার কি বলে!

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! অবধান করুন। জানেন ত,

বারান্দার নীচেই আপনার গোলাপের বাগান। কিন্তু এ-বাড়ীর ঝী-চাকরগুলো এম্‌নি পাজি যে, বাগানের ওপরে তারা সুধু ঘর-ঝেঁটিয়ে ধূলো-জঞ্জাল ফেলে না, আজ থেকে আবার আস্ত আর জ্যান্ত মানুষ ছুঁড়ে ফেল্‌তে সুরু করেচে!

আজী। (তাঁহার সন্দেহ আবার জাগিল) মানুষ ছুঁড়ে ফেলে কি রে?

আজী। হুজুর, দয়াল হুজুর! আজব ব্যাপার! বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, যে মানুষটাকে আজ ছুঁড়ে ফেলেচে, সে পুরুষ—কিন্তু পরোণে তার মেয়েমানুষের কাপড়!

আজী। বসিস্ কিরে? কোথায় সে?

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! আমিও তাই জান্‌তে এসেচি। আমি হচ্ছি হুজুরের উদ্যান-রক্ষক, আমার মত কাজের লোক আপনি দুনিয়া ঢুঁড়ে এলেও খুঁজে পাবেন না। কিন্তু এ-বাড়ীর ঝী-বেটিরা যদি ধরা পড়্‌বার ভয়ে, বারান্দা থেকে ফুলগাছের ওপরে, মেয়েমানুষের কাপড়-পরা পুরুষ-মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে আমার মান বাঁচ্‌বে কেমন করে' হুজুর?

আজী। (গম্ভীর স্বরে) হুঁ, ব্যাপার বুঝেচি।

[মমতাজ ও নন্নী ভয় পাইয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন]

আস্। আরে ছি আলি-বকস্, সন্ধ্যে না উৎরোতেই মাতাল হয়ে পড়েচ? কতটা হয়েচে আজ?

আলি। মদই যেন খেয়েচি,—কিন্তু অন্ধ ত হই-নি! আমি স্বচক্ষে দেখেচি যে!

আজী। লোকটা গেল কোথায়?

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! সে বেটা বাগানে পড়েই এম্নি চোঁ-চা দৌড় মারলে যে, কামানের গোলাও তাকে ধর্‌তে পার্‌ত না। আমি বুড়োমানুষ, পারব কেন?

আজী। তাকে ফের দেখ্‌লে চিন্‌তে পারবি?

আস্। হুজুর, ও-মাতালটাকে আর জিজ্ঞাসা কর্‌চেন কেন, যা বল্‌বার আমিই বল্‌চি।

আজী। তুমি কি জান?

আস্। আমি সব জানি। কারণ, আমিই সেই ব্যক্তি। ফুলগাছের নীচের জমি নরম বলে আমিই বারন্দা থেকে লাফিয়ে ছিলুম।...

আজী। তুমি?

আস্। হ্যাঁ। কিন্তু তবু সামলাতে পারি-নি,—পায়ে আমার বিলক্ষণ চোট্ লেগেচে। এই দেখুন না কেন, এখনো রীতিমত খোঁড়াচ্চি।

(খোঁড়াইয়া চলিয়া দেখাইল)

আজী। অকস্মাৎ তোমার অতটা লাফালাফির উৎসাহ হোলো কেন বাপু?

আস্। (হাসিয়া) এখন স্বীকার কর্‌তে আর লজ্জা নেই, উড়োচিঠি পেয়ে আপনি যে অতটা তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌বেন, আমি ত বুঝতে পারি-নি। আমি বিবি-সায়েবকে সব ব্যাপার খুলে বল্‌চি, এমনসময় আপনি ঝুপ্ করে এসে পড়্‌লেন। আপনার সাড়া পেয়ে ভয়ে আমিও লাফিয়ে পড়েছিলুম।

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! যে লোকটাকে আমি লাফাতে দেখেছি, এঁর চেয়ে সে মাথায় ঢের খাটো।

আস্। তুই থাম্ বেটা মাতাল! লোকে যখন লাফায়, তখন তাকে ছোট দেখাবেই ত!

আলি। তা দেখাতে পারে। কিন্তু যে লোকটা লাফিয়েছিল, তাকে দেখতে কার মত জানেন?

আজী। (সাগ্রহে) কার মত রে—কার মত রে?

আলি। ঠিক ছুন্নুর মত।

আজী। (চম্‌কাইয়া ও লাফাইয়া) ছুন্নু!

আস্। কাজেই। একেই বলে মাতালের কথা! ছুন্নু কখন্ গেছে হোসেনপুরে, সে ফিরে এল কিনা বারান্দা থেকে লাফালাফি খেলা খেলতে! বাহবা আলিবকস্, আজ মদের নেশায় তোমার স্বপ্নটাও খুব রঙিন হয়ে উঠেচে!

আজী। হতভাগা মাতাল কোথাকার! যা মুখে আস্‌চে তাই বল্‌চে! বেরো এখান থেকে, বেরো! (গলাধাক্কা দিলেন)

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! গলাধাক্কা দিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়! (আস্‌গরের প্রতি) বারান্দা থেকে আপনিই যদি লাফ মেরে থাকেন, তবে এই কাগজখানাও আপনার। লাফাবার সময়ে এখানা আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। এই নিন। (আলিবক্স কাগজখানা আস্‌গরের হাতে দিতে-না-দিতেই আজীম খাঁ ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইলেন)

আজী। (কাগজখানা পড়িতে-পড়িতে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল) আচ্ছা আস্‌গর, এখানা যখন তোমার পকেট থেকেই পড়েচে, তখন তুমি নিশ্চয়ই জানো, এর ভেতরে কি আছে?

আস্। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বৈকি—জানি বৈকি! খুব জানি!

আজী। উত্তম। বল দেখি এখানা কি?

আস্। (স্বগত) তবেই সেরেচে! বিবি-সায়েবের মান রাখতে গিয়ে শেষকালে দেখ্‌চি নিজের মান-বাঁচানোই মস্ত দায় হয়ে উঠ্‌ল। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, টপ্ করে' কি বলে ফেলা যায়?—যদি ভুল বলি, তাহলে আমাকে মিথ্যেবাদী ভাব্‌তে পারেন! আমার পকেটে অনেক-রকমের কাগজ থাকে কিনা, দেখি কোন্‌খানা হারিয়েচে। (পকেটে হাত্‌ড়াইয়া একরাশ কাগজ বাহির করিয়া একে-একে বাছিতে-বাছিতে) না—এটা নয়। এখানা কি? ও! আমার চাচার চিঠি। হ্যাঁ, মনে পড়েচে! চাচী নাকি চাচার সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করে, তাঁর দাড়ী ছিঁড়ে দেয়, চাচা তাই দুঃখু করে' এ চিঠিখানা লিখেছিলেন। আর এখানা হচ্চে গিয়ে—আমার বিয়েতে নন্নীকে কি কি জিনিষ দেব, তারি ফর্দ্দ। এটা কি? নাঃ, একখানা বাজে কাগজ! (ফেলিয়া দিল) এগুলো কি? ও, আজ পথে আসতে-আস্‌তে কুড়িয়ে পেয়েছি। কর্ত্তাসায়েব, এগুলো হচ্চে কার প্রেমপত্র—সাড়ে-পনেরো পাত লম্বা, বোধ হয় ডাক-পিয়নের ব্যাগ থেকে কোনগতিকে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। ভারি মজার চিঠি, পড়্‌তে পড়্‌তে হেসে আমার পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আপনিও একবার পড়ে দেখুন না!

আজী। না, পরের প্রেমপত্র পড়ে আমার এখন হাস্‌বার সময় মোটেই নেই। তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেচি তার জবাব দাও।

[আজীমখাঁর হাতের কাগজখানা কি, সেটা উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইবার জন্য আসগর, মমতাজ ও নন্নীকে বারংবার ইসারা করিতে লাগিল।]

আজী। (হাতের কাগজের দিকে চাহিয়া) কৈ, জবাব দাও! বল, এখানা কি?

আস্। ওখানা কি, সুধু তাই জান্‌তে চাচ্ছেন ত?

আজী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতবার বল্‌ব?

মম। (উঁকি মারিয়া স্বামীর হাতের কাগজখানা দেখিয়া লইয়া চুপিচুপি নন্নীকে) হোসেনপুরের নায়েবের নামে চিঠি। ছুন্নুর নিয়োগ-পত্র।

ন। (চুপি-চুপি আসগরকে) ছুন্নুর নিয়োগ-পত্র।

আজী। কি, একেবারে বোবা যে! তাহলে এখানা কি, তুমি তা বল্‌তে পার্‌বে না?

আলি। (নেশায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে হঠাৎ চমকিয়া) দয়াল হুজুর কি বল্‌চেন, শুন্‌লেন? আপনি যে একেবারে বোবা বনে' গেলেন! আর ওখানা যে কি, তাও আপনি জানেন না!

আস্। আমার কাণে-কাণে গুজ্‌গুজ্ করে' কি বল্‌তে এসেচিস্ তুই? কর্ত্তাসায়েব এখনি ভাব্‌বেন, আমি বুঝি তোর কাছ থেকে ওখানা কি, তাই জেনে নিচ্চি! না, সে লোক আমি নই—দূর হ মাতাল, দূর হ! (গলাধাক্কা মারিয়া আলিবক্সকে বাহির করিয়া দিল)

আজী। তাহলে এখানা তোমার নয়?

আস্। আজ্ঞে না, ওখানা আমার নয়! মিছে কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

আজী। (ক্রুদ্ধস্বরে) তবে তুমি এতক্ষণ যা বল্‌ছিলে—

আস্‌। তাহা সত্যি। কারণ, মিছে কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না। ওখানা আমার জিনিষ নয় বটে—কিন্তু ওখানা আমার পকেটেই ছিল। ও হচ্ছে ছুন্নুর নিয়োগ-পত্র।

আজী। (এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) এ চিঠি তোমার হাতে এল কেমন করে'?

আস। (ঢোঁক গিলিয়া) আমার হাতে এল কেমন করে? এই কথা জিজ্ঞাসা কর্‌চেন? কি আশ্চর্য্য, কেমন করে' আমার হাতে এল, আমার মনে আস্‌চে না ত! আমার স্মৃতি-শক্তির অবস্থা দেখ্‌চি অতিশয় শোচনীয় হয়ে উঠেচে, কাল্‌কেই হকিমের বাড়ীতে গিয়ে একটা ভালো ওষুধ আর না-আন্‌লেই নয়!

আজী। ছুন্নু তোমাকে এ চিঠি দিয়েচে কেন?

আস্‌। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) দিয়েচে কেন, তা জানেন না বুঝি? দিয়েচে—হ্যাঁ—দিয়েচে—এই জন্যে—

আজী। কি জন্যে? তোমার হাতে এ চিঠি দেবার কোনই দরকার ছিল না!

আস্‌। কোনই দরকার ছিল না? দরকার ছিল বৈকি! হ্যাঁ—ওর-নাম-কি—দরকার ছিল না?

মম। (চুপি চুপি নন্নীকে) শীলমোহর দেওয়া দরকার।

ন। (চুপিচুপি আসগরকে) শীলমোহর দেওয়া দরকার।

আস। একটা জিনিষের দরকার ছিল হুজুর, যদিও সেটা খুব সামান্য ব্যাপার।

আজী। (ধৈর্য্য হারাইয়া মাটিতে পদাঘাত করিয়া) সামান্য-

অসামান্ত—ও-সব ভূয়ো ধাপ্পায় আমি আর ভুল্‌চি না। স্পষ্ট করে’ বল, কি দরকার ?

আ। জানেন ত হুজুর, আপনি যখন কারুকে নিয়োগ-পত্র দেন, তখন তাতে শীলমোহর করার দরকার হয় ?

আজী। হ্যাঁ।

আস। কিন্তু ও-চিঠিতে শীলমোহর নেই বলে, ছুন্নু যাবার সময় আমার হাতে ওখানা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

আজী। (কাগজের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই তাহাতে শীলমোহর নাই) আজ সকাল থেকে প্রতিপদেই ঠকে-ঠকে জান হায়রাণ হয়ে গেল দেখ্‌চি ! দূর হোক-গে ছাই—

(বিরক্ত মুখে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে আসগর তাঁহার পশ্চাতানুসরণ করিল)

ন। আমরা এখন কি করব বিবিসায়েব ? ছুন্নু যে-রকম ভেবড়ে গেছে, সে যে আর আমাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে, তা ত মনে হচ্ছে না !

মম। আস্‌গরের ষড়যন্ত্রে আর আমি নেই ! দেখ্‌চিস্ ত আর-একটু হ’লেই মান-সম্ভ্রম সব খুইয়েছিলুম ! বা করে’ বেঁচেচি —মাগো, মনে কর্‌লেও হাত-পা এখন ঠাণ্ডা হয়ে যায় ! কিন্তু তাও বলি, আমার এই প্রেমিক স্বামীটিকে আর-একটু শিক্ষা না-দিলে, পরের বাড়ীর হাঁড়ি খাবার লোভ উনি কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌বেন না ! (চিন্তা) হ্যাঁ,—ঠিক্, ঠিক্ ! দেখ্ নন্না, আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেচে !

ন। বলুন, শুনি।

মম। তোর বদলে তোর পোষাক পরে’, আমিই আজ রাত্রে

বাগানে গিয়ে, ওঁর সঙ্গে দেখা করব! তাহলে আর-কারুকে বিপদেও পড়তে হবে না, আর মাঝখান থেকে আমার কর্ত্তাটিও দস্তুরমত জব্দ হয়ে যাবেন। কিন্তু এ-কথা তুই কারুর কাছে আগে-থাকতেই ফাঁস্ করে দিস্-নে যেন!

ন। সুধু আস্গরকে বল্‌ব।

মন। না, খবর্দ্দার—খবর্দ্দার! তাহলে আমার ফন্দির ভেতরে সে তার নিজের দুষ্টু বুদ্ধি খেলিয়ে সব পণ্ড করে' দেবে।

ন। তা বটে, যা বলেচেন! আস্গরের সব-তাতেই ওপর-চালাকি—ঐ ত ওর রোগ!

গান

ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরেচে!
যাচ্চে বেশ, টান্‌চে গাড়া, যেই দিলে সে বুদ্ধি ছাড়ি,
আর কোথায় যায়—বিষম ক্ষেপে নাচন ধরেচে!
পুরুষ ভাবে ধূর্ত্ত তারা, আমরা মেয়ে হদ্দ হাঁদা,
খাচ্চে হোঁচট্ মদ্দরা তাই, মাখচে গায়ে সন্ধ কাদা!
বাগিয়ে সুধু ভুরুর ধনুক, মধুর বধু একটু টানুক্,
অম্‌নি পুরুষ গোলাম বনে' সেলাম করেচে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বাগানের পথ। বোতল-হাতে মাতাল আলিবক্স ও তাহার সহচর-সহচরীগণের প্রবেশ।]

আলি। দয়াল হুজুর আর নির্দ্দয় আসগরের হাতে আমি আজ বিনা-দোষে গলাধাক্কা খেয়েচি! আমার এ দুঃখু আর রাখ্‌বার ঠাঁই নেই—ভালো কর্‌তে গিয়ে শেষটা কিনা মন্দ হোলো! আচ্ছা বাবা, এবার থেকে বারাণ্ডা টপ্‌কে বাগানে সুধু মানুষ কেন, হাতী-ঘোড়া-গণ্ডার পড়্‌লেও আমি আর টুঁ শব্দটিও করব না।

একজন সহচর। না মিয়া, তুমি আর একটি কথাও কোয়ো না, খালি মদ খাও! তোমার মুখের কথার চেয়ে—বুঝেচ মিয়া, তোমার হাতের মদ আমরা ঢের-বেশী পছন্দ করি!

আলি। ঠিক বলেচ, খালি মদ! এস, আমিও খাই—তোমরাও খাও! (নিজের মুখে বোতল উপুড় করিয়া পান করিয়া, আর সকলকে দিল) আচ্ছা, এখন এস, সবাই মিলে মদের সেই বন্দনাটা গাওয়া যাক্‌!

গান

নবাব আছে তক্তে বসে, তাক্ত তাঁরে কোরোনাকো,
বেড়াল পালায় মৎস্য নিয়ে, ব্যস্ত হয়ে ধরোনাকো!
তোত্‌লা যখন বক্তা হয়—তোমার কেন ঠাট্টা হেন?
ঘরের বধূ টান্‌লে বিঁড়ি, মারতে যাবে গাঁট্টা কেন?

অর্থ চুরি কর্‌চে সাধু, ডেকোনাকো গুণ্ডু বলে !
যার-যা খুসি করুক্‌ দাদা, কাজ কি বাবা গণ্ডগোলে ?

কোরাস্‌ঃ—

ব্রাণ্ডি খাও, হুইস্কি খাও, বিয়ার আনো বোতল-ভরা !
মদ্য খেয়ে নৃত্য কর, চিত্ত হবে শীতল ত্বরা !

জিভ্‌টি খসে পড়্‌বে হুঁহুঁ, সুরায় যারা মন্দ কবে,—
বাঁচ্‌বেনাকো সেদিন, যেদিন প্রাণের ঘড়ী বন্ধ হবে !
শুঁড়ীর ঘরে একটি বছর উপোস্‌ করে' রইতে পারি,
মাতাল হলে গোখ্‌রো সাপের হাজার ছোবল্‌ সইতে পারি !
টলুক্‌ দেহ, ঘুরুক্‌ মাথা,—মদেই তবু চুমুক্‌ মারি,
সপ্তসাগর মদ্যে ভরে', আমরা হব শুশুক্‌ তারি !

কোরাস্‌ঃ—

ব্রাণ্ডি ঢালো, হুইস্কি ঢালো, বিয়ার আনো বোতল-ভরা !
মদ্য খেয়ে নৃত্য কর, চিত্ত হবে শীতল ত্বরা !

আমরা আছি খোস্‌-মেজাজে, চক্ষু মুদে মদ্য খাই,
দুঃখ-শোকে চুবিয়ে মেরে, স্বর্গ হাতে সদ্য পাই !
ধর্‌ পিয়ালা, ভর্‌ পিয়ালা, নিন্দা করে করুক্‌ লোকে,
আয় স্বজনি, জুড়িয়ে যাবে,—রঙের নেশা ফুটুক্‌ চোকে !
প্রিয়া যখন বুকের কাছে, হাতের গেলাস বিয়ার-ভরা,
থাক্‌ দুনিয়া—যাক্‌ দুনিয়া, থোড়াই রাখি কেয়ার মোরা !

কোরাস্‌ঃ—

ব্রাণ্ডি ঢালো, হুইস্কি ঢালো, বিয়ার আনো বোতল-ভরা !
মদ্য খেয়ে নৃত্য কর, চিত্ত হবে শীতল ত্বরা !

(সকলের প্রস্থান)

[নন্নীর পোষাকে মম্‌তাজের এবং মম্‌তাজের পোষাকে নন্নীর প্রবেশ। দুজনের মুখেই ঘোম্‌টা]

মম। (আকাশের দিকে চাহিয়া) দেখ্‌ছিস্ নন্নী, আকাশের ও'দিকটা মেঘে একেবারে ঢেকে গেছে! এখনি চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে! তাহলে একরকম ভালো হয় কিন্তু! কেউ আমাদের দেখে চিন্‌তে পার্‌বে না!

ন। খোদা আজ আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন! চলুন বিবি-সায়েব, আস্তে আস্তে বাগানের দিকে এগুনো যাক্, সময় হয়ে এসেচে! আপনি একদিকে যান, আর আমি এক দিকে যাই। (মম্‌তাজের প্রস্থান) আস্‌গর-মুখপোড়ার রকম-সকম দেখে মনে হোলো, সে বোধহয় ঠাউরে নিয়েচে যে, হুরু যখন আর ছদ্মবেশে বাগানে আস্‌তে রাজি হবে না, তখন আমি নিজেই নিশ্চয় কর্ত্তার সঙ্গে বাগানে গিয়ে দেখা কর্‌ব। তার আস্পর্দ্ধা ভারি বেড়েচে দেখ্‌চি, সে কিনা এখন থেকেই আমাকে সন্দেহ কর্‌তে সুরু করেচে! ঐযে, হতভাগা চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এই দিকেই আস্‌চে। আচ্ছা, আসুক্,—আজ ওর চোখের জলে নাকের জলে 'এক করে' তবে ছাড়্‌ব! ও ভেবেচে, আড়ি পেতে আমাকে জব্দ কর্‌বে—বোকা, মুখ্যু কোথাকার!

(প্রস্থান)

(আস্‌গরের প্রবেশ)

আস্। হুঁ, যা ভেবেচি তাই! ভেবেছিলুম, নন্নী ভালো মেয়ে,—ও বাবা, ভেতরে-ভেতরে সে এমন নষ্ট! মেয়েমানুষের মন দেখ্‌চি, জিলিপির পাকের মতন; পুরুষের সাধ্য কি তার মধ্যে ঢোকে! আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও সহজে ছোড়্‌নেওয়ালা নই

বাবা—একঢিলে আজ দুই পাখী মার্‌ব, একসঙ্গে নন্নী আর কর্ত্তা, দুজনেরই কথার ধার ভোঁতা করে' তবে ছাড়্‌ব!

(প্রস্থান)

[মুন্নীর প্রবেশ]

মু। আমার ছুন্নু কোথায় গেল! সকাল থেকে তার পথ চেয়ে ব'সে আছি, কিন্তু সে ত এলনা! অন্য-অন্য দিন এমন সময় সে আমার পাশটিতে এসে বস্‌ত, আমাকে কত আদর কর্‌ত, কত মজার কেচ্ছা শোনাত, কত নাচত-গাইত! এমন চাঁদের আলোয় আমার প্রাণের বন্ধু কোথায় গেল, আজ কোথায় গেল! (খানিক-ক্ষণ দুঃখিত ভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে) একটা গান গাইতে সাধ হচ্চে, কিন্তু ছুন্নু ত কাছে নেই—কে আর আমার গান শুন্‌বে? তবু তাকেই উদ্দেশ করে' গাই, তাহ'লেও প্রাণে একটু আরাম পাব!

গান

আজকে আমি শুনিয়ে দেব আমার যত গান,
প্রাণের কথায় বুকের ব্যথায় ডুক্‌রে ওঠে প্রাণ!
সখা আমার মনের মাঝে,
দিবস-রাত্তি যে গান বাজে,
তোমার পায়ে ফুলের মত কর্‌ব আমি দান!

(হঠাৎ পথের দিকে তাকাইয়া) ঐযে, ছুন্নু আস্‌চে যে! ওমা, কোথা যাব! ঢং করে' আবার মেয়েমানুষের কাপড় পরে নাচ্‌তে-নাচ্‌তে আসা হচ্চে! ছোঁড়ার রঙ্গ দেখে আর বাঁচি না!

[নাচিতে-নাচিতে গাইতে-গাইতে ছুনুর প্রবেশ]

গান

ছু। এই যে আমার ময়না-পাখী,
হেথায় রয়েছ !
ক্ষিদেয় আমার পেটের নাড়ী
কর্‌চে চোঁচর-চোঁ !
দুটি খাবার এনে থো,
ওরে, খাবার এনে থো।

মু। না ভাই, তুমি দুষ্টু ভারি,
তোমার সঙ্গে হোলো আড়ি,
চোখের জলে বুক ভাসে মোর,
কোথায় ছিলে গো,
তুমি কোথায় ছিলে গো ?

ছু। পেটের জ্বালা চিমৃটি কাটে,
এখন কি তোর সোহাগ খাটে ?
চুমু-টুমু লাগ্‌বে তেঁত,
আরে ছো-ছো ছোঃ !
আগে খাবার এনে থো !

মু। ছিছি তুমি প্রেম মাননা,
ভালোবাসার স্বাদ জাননা ?

ছু। ভুঁড়ির ভেতর মোরগ ডাকে
কোঁকর্‌-কোঁকর্‌ কোঁ—
আগে খাবার এনে থো !

মু। হ্যাঁ ভাই ছুনু, এম্‌নি করেই কি ভুলে থাক্‌তে হয়? এতক্ষণ কোথা ছিলি বল্ দেখি? আর তোর পরোনেই বা মেয়েমানুষের কাপড় কেন?

ছু। ওরে, সে অনেক কথা! আগে খাবার এনে দে-দেখি কিছু—কখন্ থেকে যে উপোস্ করে' আছি! যা, যা, কিছু খাবার আন্!

মু। আচ্ছা, আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

(যাইতে উদ্যত)

ছু। শোন্, শোন্! আমাকে আগে একটা পোষাক দিবি চল্। এ পোষাকে কেউ দেখতে পেলে বল্‌বে কি? পোষাকটা আমাকে দিয়ে তুই খাবার আন্‌তে যাবি, আর আমি বাগানের নদীর ঝোঁপের পাশে গিয়ে তোর অপেক্ষায় বসে থাকব।

(দুজনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-প্রান্ত

[সখীদের প্রবেশ]

গান

ঐ মধুর মধুর জোছনা-রাগিনী
ভুবন ভরিয়া নীরব গান!
এমন যামিনী মিছে বয়ে যায়,
এখন স্বজনী রাখ গো মান!

হের কি স্তব্ধ গভীর রাত্রি,
মোহন চন্দ্র নিশীথ-যাত্রী,
বাজে ঝুমুঝুমু ঝিল্লী-ঝুমুর
চুপিচুপি শোনো পাতিয়া কাণ।

চাঁদের কিরণে শীতল করিয়া
গোলাপে গোলাপে রচিব শয়ন,
আকুল অধর চুমায় চুমায়
নয়ন-কুসুম করিবে চয়ন।

আকাশে বাজিবে প্রেমের সোহিনী,
হৃদয়ে জাগিবে গোপন কাহিনী,
প্রাণের পিয়ালা ভরিয়া দিব গো—
মরমের মধু করিবে পান!

(সখীদের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[আরাম-বাগ। কৃত্রিম পাহাড় ও তার তলায় নদীটি, অন্ধকারে আবছায়ার মত দেখা যাইতেছে। আশেপাশে গাছ-পালা, ফুলগাছের ঝোঁপঝাড়। নন্নীর পোষাকে ছদ্মবেশিনী ও অবগুণ্ঠিতা মমতাজ একটা ঝোঁপের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন]

(ছুন্নুর প্রবেশ)

ছু। ঐযে মুন্নী দাঁড়িয়ে আছে! (ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়া) মুন্নী, মুন্নী,—আরে ছ্যাৎ, এযে দেখচি নন্নীসুন্দরী!

মম। (নন্নীর স্বর নকল করিয়া চাপা-গলায়) তুই এখন যা ছুন্নু!

ছু। তা ঘোম্‌টা দিয়ে কেন? ঘোম্‌টা খোলো! আজকের রাতটা দুষ্টু ছেলের মত, সর্ব্বাঙ্গে ঝুল-কালি মেখে অন্ধকার হয়ে আছে, তোমার চাঁদমুখের হাসির জোৎস্নায় সব আবার পরিষ্কার করে' দাও।

মম। (বিরক্ত হইয়া) আঃ!

[ইতিমধ্যে একদিক দিয়া আস্‌গর আসিয়া চুপিচুপি একটা ঝোঁপের মধ্যে লুকাইল। আর একদিক দিয়া মম-তাজের পোষাকে নন্নী আসিয়া একটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া দাঁড়াইল]

ছু। আমার কথা আজ যে তোমার চিরেতার মত লাগ্‌চে দেখচি! তা লাগবে না কেন, আমি ত আর কর্ত্তাসায়েবের মত রুই কি কাৎলা নই,—সামান্য একটা নগন্য ও জঘন্য পুঁটিমাছ মাত্র! চাঁদ ফেলে কে আর জোনাকীর দিকে চায় বল?

মম। বকিস্‌-নে ছুন্নু, যা।

ন। (স্বগত) এঁচোড়ে-পাকা বদ্‌মাইস কোথাকার!

আ। (স্বগত) এ আপদ আবার কোত্থেকে এসে জুটল!

[আস্‌গর রাগিয়া ঝোঁপের ভিতর হইতে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া ছুন্নুকে মারিল]

ছু। ওরে বাবা, কে রে শালা! (মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে উপরদিকে চাহিয়া) কি বাবা, কর্ত্তাসায়েবের বাগানের গাছগুলো থেকে আজকাল ফল-ফুল না-পড়ে, ইট্‌-পাট্‌কেল পড়তে সুরু হয়েচে নাকি?

[আজীমখাঁর প্রবেশ]

আজী। (স্বগত) উঃ, কি ঘুটঘুটে অন্ধকার বাবা, মনে হচ্ছে আমার চোখদুটো যেন আর নেই, সাপ কি ব্যাং কিছুই চিন্‌তে পাচ্ছি না! ঐযে, ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ত! আমার নন্নী তাহলে ঠিক এসেচে দেখ্‌চি! (সাগ্রহে ও সানন্দে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ছুন্নুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন) অ্যাঃ! সেই সয়তান ছুন্নু আবার! বেটা তাহ'লে হোসেনপুরে সত্যিই যায়-নি দেখ্‌চি! না, এ অসহ্য—অসহ্য! যেখানে যাব সেখানেই হয় ঐ উল্লক ছুন্নু, নয় ঐ ছুন্নুরই কথা! বেটাকে কি আমার ঘাড় থেকে কখনো ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌ব না? (কোনক্রমে আত্মসংযম করিয়া চুপিচুপি মমতাজ ও ছুন্নুর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন)

আস্‌। (স্বগত) এইবার মেড়ার লড়াই সুরু হবে!

ছু। নন্নী—পায়ে পড়ি তোর! একবার মুখখানি দেখি—কেমন সেজেছিস্‌! (মম্‌তাজের হাত ধরিতে গেল—মম্‌তাজ তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া গেলেন। মম্‌তাজের জায়গায় আজীম খাঁর হাত পাইয়া তাহাই ধরিয়া ফেলিয়া) এই ধরেচি! আর—ও বাবা, এ কে? কর্ত্তাসায়েব! ইয়ে আল্লা! (একলাফে যে ঝোঁপে আস্‌গর ছিল, সেই ঝোঁপের ভিতরে গিয়া পড়িয়া পালাইয়া গেল)

আজী। (সক্রোধে) বেটা ভোঁদোড়, পালাবি কোথা? (ছুন্নুকে লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিলেন, সে লাঠি পড়িল গিয়া আস্‌গরের মাথায়)

আস্। (যন্ত্রণায় প্রকাশ্যে) বাপ্‌রে বাপ্, একেবারে গেছি!

ন। (স্বগত) আমাকে সন্দেহ? কেমন জব্দ!

আজী। (ঠিক ছুন্নুকেই মারিয়াছেন ভাবিয়া খুসি হইয়া হাসিয়া) শেয়াল, ইঁদুর, ছুঁচো, বেইমান!

আস্। (স্বগত) আর-একটু সরে বসা যাক্ বাবা, এক ঘা অনেক কষ্টে হজম করা গেছে। দ্বিতীয় ঘা একেবারে সাংঘাতিক হয়ে উঠবে, ডাক্তার ডাক্‌লেও বাঁচ্‌ব না!

আজী। নন্নী, তাহ'লে তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো! কি সৌভাগ্য আমার—কি সৌভাগ্য! (মম্‌তাজের হাত ধরিলেন)

আস্। (স্বগত) বটে, বটে, বটে! যার ধন তার ধন নয় ন্যাপা মারে দই!

আজী। তোমার মুখে ঘোম্‌টা কেন নন্নী! সুন্দর মুখ যারা ঘোম্‌টা দিয়ে ঢেকে রাখে তারা মহাপাপ করে!

মম। (নন্নীর স্বর নকল করিয়া) না, না, কেউ দেখে ফেল্‌বে!

আজী। এই অন্ধকার রাত, দেখ্‌বে আবার কে? আমি ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না!

আস্। (স্বগত) এই ঝোঁপে বসে আর-একজনও দেখ্‌বে।

ন। (স্বগত) এই গাছের আড়াল থেকে আমিও দেখ্‌ব।

মম। না, ঘোম্‌টা আমি খুল্‌ব না।

আজী। আচ্ছা থাক্-গে, সাবধানের মার নেই। (মমতাজের হস্তে চুম্বন করিয়া) নন্নী, আহা মরি মরি, কি নরম হাত তোমার; যেন আজানুলম্বিত বাহু! কি চমৎকার আঙুলগুলি, যেন রম্ভা-তরু জিনি উরু! এ হাতে হাত রেখে

মনে হচ্ছে, যেন আজকের ঐ কালো আকাশটাকে কাঁদিয়ে চাঁদ এসে আমার হাতে লুকিয়ে রয়েছে! সত্যি বল্‌চি নন্নী, তোমার এই ফুল্‌কো লুচির ফোস্কার মত নরম,—একখানি মাত্র হাত সম্বল করেই আমি সারা-জীবনটা অম্লানবদনে কাটিয়ে দিতে পারি! তোমার হাতে আর মমতাজের হাতে কি তফাৎ নন্নী, কি তফাৎ! মম্‌তাজের হাত কি আর হাত! সে হচ্চে লোহার পাঞ্জা! আরে ছোঃ!

ন। (স্বগত) আমাদের কর্ত্তাসায়েবটি আর-জন্মে নিশ্চয় কার পোষা ময়না ছিলেন—কি মুখস্থ বুলিই আওড়াচ্চেন! আমার এই সৌন্দর্য্য-বর্ণনাটি উনি আগে-থাকৃতেই আমার জন্যে কণ্ঠস্থ করে' রেখেছিলেন, এখন সুযোগ পেয়েই চোখ-কাণ বুঁজে বিবি-সায়েবের কাছে আউড়ে যাচ্চেন!

আস। (স্বগত) আমি বাবা দেখে-শুনে ক্রমেই স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।

মম। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু প্রভু, একদিন আপনিই ত বিবিসায়েবকে নিয়ে পাগল হয়েছিলেন!

আজী। ভুল করেছিলুম, ভুল করেছিলুম, মস্ত ভুল করেছিলুম —সে ভুল আর শোধ্‌রাবার উপায় নেই। আর আসল কথাটা কি জানো? আজ ক-বৎসর একসঙ্গে কাটিয়ে, আমরা এখন আর নিতুই-নব প্রেমিক-প্রেমিকা নই,—অত্যন্ত একঘেয়ে স্বামী-স্ত্রী হয়ে পড়েচি! স্ত্রীরা ভারি নির্ব্বোধ, তাই তারা চিরকালই স্বামীর কাছে স্ত্রী হয়েই থাকে।

মম। তাছাড়া বেচারীরা আর কি হ'তে পারে? স্ত্রী ত আর স্বামী হ'তে পারে না!

আজী। স্বামীর কাছে স্ত্রীদের মাঝে মাঝে পর-স্ত্রীর মত হ'তে হয়। নইলে একদিনের নেশা বেশীদিন টেঁক্‌বে কেন? বাচাল পুরুষজাতিকে বশে রাখ্‌বার একটা গুপ্তমন্ত্র আজ আমি তোমাকে শিখিয়ে দিলুম—এ শিক্ষা পরে তোমার কাজে লাগ্‌বে। যেন ভুলো না।

মম। ঠিক বলেচেন। এ শিক্ষা আমি আর যতদিন বাঁচ্‌ব, ততদিন হাড়ে হাড়ে গেঁথে রাখ্‌ব।

ন। (অন্যমনস্কে—উচ্চৈস্বরে) আমিও হাড়ে হাড়ে গেঁথে রাখ্‌ব।

আজী। (চম্‌কাইয়া, চারিদিকে তাকাইয়া) ও কে? কৈ, কেউ ত কোথাও নেই! এখানে কি কথা কইলে প্রতিধ্বনি হয়?

মম। (হাসিয়া) বোধ হয়।

আজী। রূপসী নন্নী, তোমার জন্যে আজ আমি আসরফির থলে বখ্‌শীস্‌ এনেচি। এই নাও। (টাকা দিলেন) আর এই হীরের আংটিটিও নাও, সর্ব্বদা আঙুলে পরে থেকো, তা'হলে আমাকে আর কখনো ভুল্‌বে না।

মম। আহা, কি দয়ালু প্রভু আমার!

আস্‌। (স্বগত) রূপেয়া কি চীয্‌! ছুঁড়ী একেবারে গলে জল! কুলটা!

ন। (স্বগত) আমার কপাল খুলেচে দেখ্‌চি। ও আসরফি আর আংটি নিশ্চয়ই মা আমাকেই দান কর্‌বেন!

আজী। নন্নী—প্রিয়তমে! (মমতাজের কটিবেষ্টন করিলেন)

মম। প্রভু—প্রিয়তম! (আজীমের কাঁধে মাথা রাখিলেন)

আস্। (দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া, স্বগত) খোদা; খোদা! শেষে এও দেখতে হোলো?

ন। (স্বগত) আস্গরের মনের ভাবটা এখন কি-রকম চমৎকার হয়েচে, আমার তা জান্তে বড্ড ইচ্ছে কর্‌চে!

আজী। চল প্রিয়তমে, একটু বেড়িয়ে আসি।

মম। কি, এই অন্ধকারে!

আজী। ভয় কি, ভুত-টুৎ এখানে নেই।

মম। না, ভুতের ভয় করি না, ভুত ত আমার ঘাড়ে চেপেই আছে।

(দুজনে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

আস্। (ঝোঁপ হইতে বাহির হইয়া) না, আর সইছে না; আবার পালায় যে!

আজী। (সচমকে) কেও, কেও?

মম। আস্গর!

[মম্‌তাজ যেন ভয় পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। বেগতিক দেখিয়া আজীম, যে ঝোঁপে আস্গর লুকাইয়াছিল, তাহার ভিতরে গিয়া লুকাইলেন]

[মম্‌তাজের পোষাকে, ঘোমটা দিয়া নন্নী গাছের আড়াল ছাড়িয়া বাহিরে আসিল]

ন। (মম্‌তাজের স্বর নকল করিয়া) কে যায় ওখান দিয়ে?

আস। (পিছন ফিরিয়া নন্নীকে দেখিয়া) এ যে বিবি-সায়েব!

ন। কে, আস্গর নাকি?

আস। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ন। এই রাত্রে, অন্ধকারে, এখানে যে তুমি ?

আস্। আজ্ঞে, একটা লুকনো অভিনয় দেখ্‌ছিলুম।

ন। অভিনয় ?

আস্। হ্যাঁ। আপনার বাড়ীতে তলে তলে কি যে কাণ্ড চলেচে, আপনি তা জানেন না!

ন। জানি বৈকি! সব জানি!

আস্। জেনেও চুপ করে আছেন ?

ন। আমি অবলা।

আস্। এর প্রতিশোধ নেবেন না ?

আজী। (স্বগত) মজালে রে মজালে!

ন। প্রতিশোধ নেব বৈকি! সেইজন্যেই ত এখানে এসেচি!

আ। নন্নীর সঙ্গে খাঁ-সায়েব আজ যা করবার নয় তাই করেচেন!

ন। তা হলে আস্‌গর, আমারও উচিত হচ্ছে, খাঁ-সায়েবের বদলে তোমাকে ভালোবাসা! এর চেয়ে ভালো প্রতিশোধ আর কি হ'তে পারে ?

আজী। (স্বগত) বিশ্বাসঘাতিনী মম্‌তাজ! এত বড় শক্ত কথাটা এত-সহজে বলে ফেল্‌তে, তোমার বুক একটুও কাঁপ্‌ল না?

আ। (বিস্মিত স্বরে) আপনি এ কি বল্‌চেন!

ন। যা বল্‌চি, শোনো!

আ। সে কি! আমি পার্‌ব না!

ন। পার্‌বে না ? তাহলে বিদেয় হও! (আস্‌গরের গালে চড় মারিল)।

আজী। (স্বগত) ও বাবা! তোমার পেটে এত বিদ্যে? অবাক!

আ। (হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

ন। এই সামান্য কাজটাও করতে পারবে না, কিন্তু স্ত্রীকে সন্দেহ করতে পারবে ত?

আ। সেটা এর-চেয়ে ঢের-বেশী সোজা আর নির্দ্দোষ।

ন। স্ত্রীকে সন্দেহ কর্‌লে দোষ নেই? বটে, এতবড় আস্পর্দ্ধা! (আবার চড় মারিল) দেখ্‌চ আমি কে! (ঘোমটা খুলিয়া একবার মুখ দেখাইয়াই আবার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল)।

আ। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

ন। (যে ঝোঁপে আজীম খাঁ লুকাইয়া আছেন, সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া চুপিচুপি) চুপ! সায়েব ওখানে লুকিয়ে আছেন। উনি জানেন না আমি কে!

আ। (চুপিচুপি) কিন্তু—কিন্তু, তুমি যে এইমাত্র কর্ত্তার সঙ্গে ছিলে!

ন। (চুপিচুপি) বোকা—মুখ্যু—গাড়ল! এখনো আসল কথাটা মাথায় ঢুক্‌ল না? সে আমি নই—আমার পোষাকে বিবি-সায়েব! এখন বুঝলে?

আ। (আনন্দে গদগদ ও নির্ব্বাক হইয়া গেল)

ন। (চুপিচুপি) সায়েব সব দেখ্‌চেন! এস, আমরা একটু প্রেমের অভিনয় করি! (থিয়েটারী সুরে) হৃদয়েশ্বর, প্রাণকান্ত!

আ। ঠিক বলেচ! (থিয়েটারী সুরে) হৃদয়েশ্বরী, হও শান্ত!

স। (থিয়েটারী সুরে) আমার স্বামীটি একটি আস্ত কৃতান্ত!

আ। (থিয়েটারী সুরে) আচ্ছা; বাগে পেলেই করব তার প্রাণান্ত!

আজী। (স্বগত) যা দেখ্‌চি, আর শুন্‌চি, এ কি স্বপ্ন? কিন্তু এ আশ্চর্য্য স্বপ্ন ত আর সহ্য কর্‌তে পার্‌চি না বাবা!

আ। গান

চাঁদ-মুখেতে এমন করে'
ঘোম্‌টা রাখা চলে কি?

আজী। [রাগিয়া ঝোঁপের ভিতরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া]
ছোঁড়া বলে-কি, ছোঁড়া বলে-কি,
বলে-কি ছোঁড়া বলে-কি!

ন। কোন্ কোণেতে কোন্ বনেতে
অশথ্-গাছে রে,
ছাগল্-দেড়ে হুতুম্‌থুমো
লুকিয়ে আছে রে,—
শেষে দেখ্‌লে আমায় চাপ্‌বে ঘাড়ে
ভাস্‌ব চোখের জলে কি?

আজী। [ঝোঁপের বাহিরে এক-পা বাড়াইয়া]
ছুঁড়ী বলে-কি, ছুঁড়ী বলে-কি,
বলে-কি ছুঁড়ী বলে-কি!

ন। ঘোম্‌টা দিয়ে খেম্‌টা নাচে
অনেক রূপসী!

আ। তবে, তাই নাচো ভাই, দেখুক আমার
নয়ন উপোসী!

(নন্নী নাচিতে লাগিল)

আজী। [একেবারে ঝোঁপের বাহিরে আসিয়া]

তোকে থাব্ড়া মেরে ব্যাদ্ড়া ছোঁড়া

ডল্‌গ বাঁশ গলে কি!

এরা বলে-কি, এরা বলে-কি,

বলে-কি এরা বলে-কি!

আ। (আজীমের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও না দেখিয়া) প্রাণেশ্বরী, প্রাণেশ্বরী, আজ আমার কি সৌভাগ্যের দিন! (নন্নীর গলা জড়াইয়া ধরিল)।

আজী। না, আজ তোর অতি দুর্ভাগ্যের দিন! (চীৎকার করিয়া) এই, কে আছিস্ রে, এদিকে আয় ত সব!

[নন্নী ও আস্‌গর, যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছে এম্‌নি ভাব দেখাইল, আস্‌গর কিন্তু নন্নীর গলা তেমনি ভাবেই জড়াইয়া রহিল]

আজী। ওরে নির্লজ্জ হতভাগা, এখনো তুই মমতাজের গলা ছাড়্‌লি না! ছাড়্, ছাড়্ বল্‌চি! (আস্‌গরকে ধরিয়া ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতে লাগিলেন, আস্‌গর কিন্তু অচল ও অটল) কি! এতবড় বুকের পাটা! তবে মর! (রাগে দিশেহারা হইয়া মাটি হইতে একখানা প্রকাণ্ড ইট তুলিয়া লইয়া মারিতে গেলেন, আস্‌গর ও নন্নী তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিল) পালাবি? পালিয়ে যাবি কোথা? সাতসমুদ্র তের-নদীর পারে গেলেও, আমার হাত থেকে আর ছাড়ান্ পাবি না!

(পিছনে-পিছনে ছুটিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

[বাগানের পথ। ছুন্নু বসিয়া বসিয়া খাইতেছে। মুন্নী চুপচাপ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।]

ছু। (জলপান করিয়া) আঃ, বাঁচালি মুন্নী! সারাদিন ধরে আজ খালি খাটের তলায় ঢুকতে, আনাচে-কানাচে লুকুতে, দোতালা থেকে লাফাতে, বন-বাদাড় ভেঙে পালাতে—আর এম্‌নি-সব যত লোমহর্ষণকর ভীষণ কাণ্ড কর্‌তে হয়েচে—পেটে ভাত না খেয়ে, খালি তাড়া খেয়ে আর খাবি খেয়ে এতক্ষণ কোনরকমে টি'কে ছিলুম, এখন তুইও যদি ছুটি খাবার না-আন্‌তিস্‌, তাহ'লে তোর সাম্‌নে এখনি একটা জীবহত্যা হোতো!

মু। আহা ছুন্নু রে, তবে ত তোর ভারি কষ্ট হয়েচে ভাই! আয়, তোর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দি। (ছুন্নুর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল)

ছু। (আরামে দুই চোখ মুদিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, ছুন্নু যেন তোর বর হয়!

মু। যাঃ! ছোঁড়ার বাক্যি দেখনা!

ছু। ওলো ছুঁড়ি, ছুন্নু ঠিক তোর মনের কথাই বল্‌চে!

মু। তোর কথা শুন্‌লে গা যেন জ্বলে যায়। তুই চুপ্‌ কর্‌!

ছু। তা চুপ কচ্ছি। তুই না-হয় বরং একটা গান গা!

মু। কেন, এত গান শুনেও কি আশ মেটেনা?

গান

কত গান গাই আর, বলনা!
দ্বারে দ্বারে গেয়ে গান, সঁপেছি আমার প্রাণ,
ফিরে পাই অপমান, ছলনা!

কায়া ভেবে আমি সখা, বুকে চাপি কার ছায়া,
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, মুছে গেছে মিছে মায়া,
বুঝেচি বুঝেচি ভাই, আমার দরদী নাই,
তাই চোখে ঝরে আজ ঝরণা।

[আস্‌গর ও ছদ্মবেশী নন্নী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া,
একপাশে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া লুকাইল]

ছু। (নন্নীকে মম্‌তাজ ভাবিয়া) একি! বিবিসায়েব!

[বেগে আজীম খাঁর প্রবেশ]

আজী। যমের হাত থেকে পালিয়ে যাবি কোথায়? আজ তোদের রক্ত দেখব তবে ছাড়ব! (হঠাৎ ছুন্নুকে দেখিতে পাইয়া) কি, আবার এখানেও তুই? এ সয়তান কি সর্ব্বঘটে আছে! এবার তোর আর নিস্তার নেই—আয়, আগে তোকেই বধ করি! (ছুন্নুকে ধরিয়া প্রহার)

ছু। (আর্ত্তনাদ করিয়া—নন্নীকে) বিবি-সায়েব, বিবি-সায়েব, মলুম! মলুম!

মু। হুজুর, আমার ছুন্নুকে মারবেন না! (দুইহাতে ছুন্নুকে জড়াইয়া আজীম খাঁ ও ছুন্নুর মাঝখানে গিয়া পড়িল)

ন। (তাড়াতাড়ি আজিম খাঁকে ধরিয়া) ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন প্রভু!

আজী। পাপিয়সী, আস্‌গরের আলিঙ্গনেও তুই তুষ্ট নোস্—এখনো তোর ছুন্নুর ওপরে লোভ? অ্যাঁ, তোর সাহস দেখে আমার পেটের পিলে চম্‌কে যাচ্চে যে! তুই ভেবেচিস্ কি? আমারি সাম্‌নে আমার কুলে কালি দিবি? না, তা হবে না—আজ আমি তোর কি দশা করি—ছাখ্! (নন্নীকে মারিতে উদ্যত)

[ইতিমধ্যে ছুন্নুর চীৎকার শুনিয়া নন্নীর পোষাকে মমতাজ
এবং মাজুদ্দীন ও আলিবক্সের তাড়াতাড়ি প্রবেশ]

মম। (আজীমের হাত ধরিয়া) এঁকি প্রভু, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত!

আজী। (মমতাজকে নন্নী ভাবিয়া) না নন্নী, এখন আর তোমার কথাও শুন্‌ব না—আমাকে বাধা দিও না—আমার মান-সম্ভ্রম সকলি এখন যেতে বসেছে! (মারিতে উদ্যত)

ম। (উচ্চস্বরে হাসিয়া—ঘোম্‌টা খুলিয়া) সত্যি বল্‌চেন? আমার কথাও শুন্‌বেন না?

আজী। অঁ্যা! (তাঁহার প্রহারোদ্যত হস্ত যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, অবাক্ ও হতভম্ব হইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া নন্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন)

মম। (উচ্চস্বরে হাসিয়া—ঘোম্‌টা খুলিয়া) আচ্ছা প্রভু, নন্নীর কথা না শোনো, আমার কথা শুন্‌বে ত? ছুন্নুকে ক্ষমা কর!

আজী। (অধিকতর বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হাঁ করিলেন)

মম। অতখানি হাঁ করে' দেখ্‌ছ কি প্রভু? হাঁ-য়ের ভেতরে এখনি যে হড়াৎ করে' অন্ধকার ঢুকে যাবে!

আজী। (দুইহাতে চোখ কচ্‌লাইয়া) আমি কি অজ্ঞান হয়ে গেছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? আমি কি জেগে আছি?

মম। এখনো কি বুঝতে পার্‌চ না?

আজী। (অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া) তাহ'লে—তাহ'লে—বাগানে গিয়ে—আমার সঙ্গে যে দেখা করেছিল—সে নন্নী নয়—সে—

মম। আমি।

আজী। আর আস্গরের সঙ্গে যে কথা কচ্ছিল, সে মমতাজ নয়, সে—

ন। আমি।

আজী। (অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

মম। নন্নী, কর্ত্তা তোকে এই আসরফির থলে বখ্শিষ আর এই হীরের আংটিটি উপহার দিয়েচেন। কর্ত্তার হুকুম এই যে, আংটিটি সর্ব্বদা আঙুলে পরে' থাক্‌বি, তাহ'লে কর্ত্তাকে আর ভুল্‌তে পার্‌বি না। (লজ্জিত আজিমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) আয় নন্নী, আংটিটি তোর আঙুলে পরিয়ে দি। (নন্নীর হাত ধরিয়া) নন্নী, আহা মরি মরি, কি নরম হাত তোর, যেন আজানুলম্বিত বাহু! কি চমৎকার আঙুলগুলি, যেন রম্ভা-তরু জিনি উরু! কিন্তু তোর হাতে আমার হাতে কি তফাৎ, আমার হাত যেন লোহার পাঞ্জা! (আজিমের দিকে ফিরিয়া) তোমার কি মত্ প্রভু?

আজী। (করুণ চোখে মমতাজের দিকে চাহিয়া) মম্‌তাজ, তুমি কি কাটা ঘায়েও নুনের ছিটে দিতে চাও? মড়ার ওপরেও খাঁড়ার ঘা মার্‌তে চাও? আমার বিরুদ্ধে তোমরা যে চক্রান্তের সৃষ্টি করেছ, আগে আমি তা বুঝি-নি—তাই তোমাকে সন্দেহ করেছি—আমার অন্যায় হয়েছে,—আমাকে ক্ষমা কর। আজ সকাল থেকে আমি ক্রমাগত নাস্তানাবুদ হচ্ছি—

ছু। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু, আমিও ঠিক তাই। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত নাস্তানাবুদ হচ্ছি। আমিও কি ক্ষমা চাইতে পারি না?

আজী। (রাগিয়া) ওরে সয়তানের স্যাঙাত, এখনো তুই আমার পেছনে লেপ্টে আছিস্? যেখানে যাব, সেইখানেই তুই? তোর ঐ অপয়া মুখ দেখেই আজ আমার কপালে এত দুঃখ! (আবার মারিতে উদ্যত)

মম। আহা বেচারা, ওকে তুমি ক্ষমা কর গো!

আজী। না, ওকে ক্ষমা করা অসম্ভব! ওর এঁচড়ে-পাকা মুখ দেখ্‌লেই আমার মেজাজ চটে যাচ্ছে।

ছু। তাহ'লে আমার মুখের দিকে আর চাইবেন না হুজুর!

মম। তোমার অবস্থায় পড়্‌লে প্রভু, আমি ওকে নিশ্চয় ক্ষমা কর্‌তুম।

ন। আমিও কর্‌তুম।

আ। আমিও কর্‌তুম।

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! আমিও কর্‌তুম।

মাজু। হুজুর, আমিও ঠিক ঐ কথার হুবহু প্রতিধ্বনি কর্‌তে চাই।

আজী। সব শেয়ালের এক রা!

সকলে। হ্যাঁ।

আজী। তাহ'লে আমি বাধ্য হয়েই ওকে ক্ষমা কর্‌লুম। কিন্তু ছুন্নু যদি ফের নন্নী কি মুন্নীর দিকে নজর দেয়, তাহ'লে ওকে আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব কিন্তু!

মম। (স্বগত) হুঁ, কর্ত্তার নেশা এখনো ছোটে-নি, এখনো উনি নন্নী আর মুন্নীর ভাবনা ভাবছেন! দাঁড়াও, তোমার পাকা ধানেও আমি মই দিচ্ছি! নন্নী ত কাল্‌কেই কর্ত্তার হাত-ছাড়া হয়ে যাবে, আস্‌গর ওকে বিয়ে করে' ফেল্‌বে। এখন মুন্নীর

একটা কিনারা করতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। (প্রকাশ্যে) প্রভু, আমার আর-একটি আর্‌জি আছে।

আজী। আবার কি আর্‌জি?

মম। (স্বগত) শুন্‌লে তোমার জিভের জল জিভেই শুকিয়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) মুন্নী, এদিকে আয় ত পোড়ারমুখী! (মুন্নী কাছে আসিল) এই মুন্নীর সঙ্গে আমি ছুন্নুর বিয়ে দিতে চাই। প্রভু, হুকুম দাও।

আজী। (হতাশভাবে—স্বগত) মম্‌তাজ আমার প্রাণটাকে মরুভূমি করে' দিতে চায় নাকি? (প্রকাশ্যে) না মমতাজ, তোমার এ প্রস্তাবে আমার যৎপরোনাস্তি আপত্তি আছে।

আলি। হুজুর, দয়াল হুজুর! বুড়োবয়সে আর ধেড়ে মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে পারি না। হুজুর, হুকুম দিন।

আর-সকলে। হুজুর, হুকুম দিন।

আজী। তোমরা ত আমার হুকুম চাইছ বলে মনে হচ্চে না, উল্টে আমাকে বাগে পেয়ে, আমার মুখের ভেতরে যেন আঁকসি চালিয়ে, জোর করে' হুকুম টেনে আনতে চাইছ বলেই বোধ হচ্ছে।

সকলে। হুজুর, হুকুম!

আজী। (অভিমানের স্বরে) যথা আজ্ঞা! আপনাদের হুকুমে আমি ছুন্নুর বিয়েতেও হুকুম দিলুম। (স্বগত) কি বল্‌ব, বোকার মত ফাঁদে পড়ে গেছি, নৈলে দেখ্‌তুম একবার!

ছু। (চুপিচুপি) মুন্নী রে, আমার পিঠের ব্যথা এরি-মধ্যে দিব্যি সেরে গেল ভাই! একেই বলে শেষ সুখ পরম সুখ।

ন। (অগ্রসর হইয়া) আপনারা সকলে এখানে আছেন, আমারও একটা বিহিত করুন।

মম। তোর আবার কি হোলো?

ন। আস্‌গর, এদিকে এস। (আস্‌গর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) দেখ আস্‌গর, আজ বাদে কাল আমি তোমার স্ত্রী হব।

আস্। তা হবে বৈকি, হবে বৈকি! সে কথা ত আমি অস্বীকার কর্‌ছি না।

ন। কিন্তু এখনি থেকেই আমাকে তুমি সন্দেহ কর্‌তে সুরু করেছ। সেটা অত্যন্ত—

আস্। গর্হিত কাজ হয়েচে। সে কথা ত আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়িলে—

ন। ও-সব অবস্থা-টবস্থার কথা শুন্‌তে চাই না।

আস্। তবে কি শুন্‌তে চাও বল, আমিও তোমাকে বেছে বেছে ঠিক সেই কথাই শোনাব।

ন। কথা হচ্ছে এই, তুমি যে দোষ করেচ, তার জন্যে কি শাস্তি নিতে চাও?

আস্। নিজের নাসা-কর্ণ সজোরে মর্দ্দন করিতে চাই। (নাক ও কাণ মলিল)

ন। এই সবাই সাক্ষী রইলেন। এঁদের সাম্‌নে স্পষ্ট করে' বল যে—

আস্। আর আমি কখনো তোমাকে সন্দেহ করিব না। এই স্পষ্ট করে বল্লুম।

ন। দেখো, এ প্রতিজ্ঞা আর ভুলো না যেন!

আস্। আমার স্মৃতিশক্তি আজকাল কিছু কমে গিয়েছে নন্নী! কর্ত্তাসায়েবকে আগেই তা বলেচি। মাঝে-মাঝে হয়ত আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তুমি ত রইলে, যথাসময়ে মনে করিয়ে দিও।

আজী। (স্বগত—দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) হায়রে, আমার প্রাণের সব রোসনাই ঝড়ের এক ঝাপটেই নিবে গেল! মুন্নী গেল, নন্নী গেল, এখন,আমার ভাগ্যে রৈল স্বধু এই এক মান্ধাতার আমোলের একঘেয়ে স্ত্রীটি মাত্র! এই অতি-পুরাতন স্ত্রীটিকে ঘাড়ে করে' এখন আমাকে সারাজীবন কাটাতে হবে! ওঃ, কি ভয়ানক!

মম। (জনান্তিকে) প্রভু, আমাদের বোঝাপাড়াটাও কি এইখানে, সকলের সাম্‌নেই হয়ে যাবে?

আজী। (জনান্তিকে—শ্রান্তভাবে) আর বোঝাপাড়ার কিছু দরকার নেই মমতাজ! যা বুঝিয়েছ তা যথেষ্টরও বেশী হয়েচে। প্রেমের এই প্রেমারা-খেলায় আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার কর্‌ছি। এখন আমাকে একটু ছেড়ে দাও—কেঁদে বাঁচি!

মম। আকাশে মেঘ কেটে যাচ্ছে—আবার চাঁদ উঠ্‌চে। আমাদের জীবনেও আর যেন মেঘ না-আসে, সেখানে যেন চির-পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ আর-কখনো ডুবে না যায়!

[সখীদের প্রবেশ]

গান

এস বঁধু, এস বঁধু, পান কর রূপ-মধু
ভুলে যাও, ভুলে যাও মান-অভিমান!
সুধু রাখো প্রেমে আশা, সুধু চাহি ভালোবাসা,
সুধু নাচো, সুধু হাসো, সুধু গাও গান!
চোখে চোখে প্রিয়তম,
কথা কও, কথা কও!
অধরের যত সুধা
লুটে লও, লুটে লও!
থাকো সুধু বুকে-বুকে, মিলে-মিশে মুখে-মুখে,
দু-দিনের তরে আসা, দু-দিনের প্রাণ!

য ব নি কা